পুষ্পাঞ্জলি

"কবিঃ করোতি কাব্যানি রসং গৃহ্ণন্তি পণ্ডিতাঃ।
ভবান্য ভ্রূকুটি-ভঙ্গী ভবোবেত্তি ন ভূধরঃ॥"

কবিরাজ শ্রীরাজ নারায়ণ দাস কবিভূষণ
প্রণীত।

পৌষ, ১৩৩৮ সাল,
কলিকাতা।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

প্রকাশক—

মণ্ডলোপনামক—শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস,

গোপীনাথপুর, পোঃ—সাউথ মোহনপুর,

জেলা—২৪ পরগণা।

প্রিণ্টার—শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ কেঁওার,

উমাশঙ্কর প্রেস,

১২নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—মণ্ডলোপনামক শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস,

১৮।এ।১নং উল্টাডাঙ্গা হরিশ নিয়োগীর রোড,

কলিকাতা।
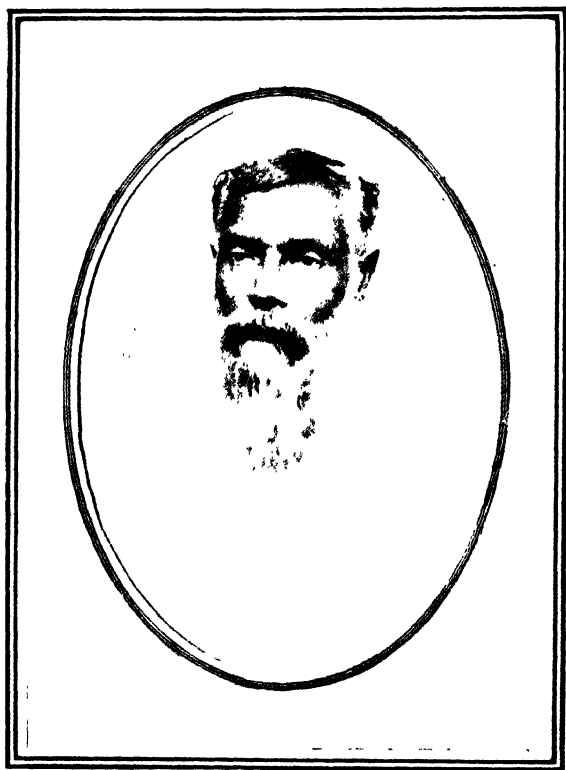
কবিরাজ—শ্রীরাজনারায়ণ দাস কবিভূষণ।

উৎসর্গ পত্র

মদীয় পরমারাধ্য অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক রাজ কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম যুগল হৃদয়ে ধ্যান করতঃ তাঁহারই পবিত্র কর কমলে অচলা ভক্তিসহকারে আমার এই ক্ষুদ্র "পুষ্পাঞ্জলি" গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়া মর জগতে ধন্য হইলাম।

ভূমিকা

[বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ ও অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক
কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন ভিষগ্‌রত্ন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী
এল, এ, এম, এস্ লিখিত]

বাঙ্গলা—কবিতার দেশ, শুধু বাঙ্গলাদেশ কেন, ভারতবর্ষকেও কবিতার খনি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কি সংস্কৃতে কি বাঙ্গলায়—ভারতবর্ষে কবিতার অভাব কোনো দিন হয় নাই। শাস্ত্র বল, তন্ত্র বল, পুরাণ বল—সমস্তই সুললিত কবিতাছন্দে গ্রথিত। সংস্কৃতে কবিতার স্থান তো সকল দেশকে পরাস্ত করিয়াছে। মহাকবি কালিদাসের সুমধুর ও সুরসাল ছন্দনিবন্ধ কবিতার মাধুর্য্য যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিয়াছেন, হাঁ, ইহার তুলনা নাই। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা মিশাইয়া মৈথিলি ও ব্রজবুলিতে বৈষ্ণব কবিগণ যে রসধারা ঢালিয়া গিয়াছেন—তাহা ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ,—যুগে যুগে এ রস আস্বাদন করিয়া লোক তৃপ্তি পাইবে।

বাঙ্গলার অনেক কবি আমাদিগকে নানা রস দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভারত চন্দ্রের যেন তুলনা নাই। 'বিদ্যাসুন্দরকে" যিনি যতই অশ্লীল বলুন না কেন, উহাতে যে রস আছে, তাহা উপভোগের বিষয়। প্রকৃত কবিও যেমন আমাদের দেশে অনেক জন্মিয়াছেন, প্রকৃত সাধকও তেমনি অনেক আসিয়াছিলেন। ঐ সব সাধক শুধু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কবিতা ও গানের মধ্য দিয়াও তাঁহাদের সাধন-ভজনের পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাই। ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে, রামপ্রসাদের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। দাশরথি রায়—রামপ্রসাদের মত সাধক না হইলেও ভক্তকবি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার রসধারা বাঙ্গলাকে চিরদিনই গৌরবময়ী করিয়া রাখিবে। কত নাম করিব? চুপি-কাঁকৃশেয়ালির দেওয়ান রঘুনাথ, কৃষ্ণ যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ,

বৈষ্ণব কবি রসিকচন্দ্র—বাঙ্গলার সাধক ও বৈষ্ণব কবি আমরা অনেকই দেখিতে পাই, সকলের কথা বলিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুঁথি হইয়া পড়ে, সেইজনা আর সে সকল কথা তুলিব না।

এযুগে আমাদের পরম সুহৃদ্ সোদরপ্রতিম কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজ নারায়ণ দাস কবিভূষণ মহাশয় "পুষ্পাঞ্জলি" নামে যে পুস্তকখানি আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন, সেখানি পড়িয়া মনে হইতেছে—আবার বুঝি বাঙ্গলায় সেই প্রাচীন যুগ ফিরিয়া আসিতেছে। ইনি ."কবিভূষণ' তো বটেনই "কবিরাজ"ও বটেন। ইহার পুষ্পাঞ্জলি" প্রকৃতই মাতৃপদে অর্ঘ্যরূপে স্থান পাইবার যোগ্য। বর্ত্তমান যুগ নূতনত্বের যুগ। এযুগের কবিদের মধ্যে অনেককেই নূতন নূতন সুর শুনাইতে দেখা যায়। তাই ভয় হয় এ যুগে এরূপ কবিতা চলিবে কিনা, তবে ভরসা এই, বর্ত্তমান যুগের কবি সার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় প্রাচীন ভাবধারা দেখিতে পাওয়া যায়—যাহা আমাদের মনে হয় ইহা বাঙ্গলার এক অপূর্ব্ব সামগ্রী, আর তাঁহার এই সকল কবিতাই ভবিষ্যৎকালে অন্য সকল কবিতাকে অতিক্রম করিয়া প্রসার লাভ করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি ছন্দবদ্ধ গ্রন্থ হইলেও ইহার সব কবিতাই গীত হইবার উপযুক্ত, এজন্য এখানিকে 'সাধকের গান' ও নাম দেওয়া যাইতে পারে। কবি, সুর-তালের উল্লেখ না করিলেও গানগুলির সুর-তাল করা কঠিন হইবে না। তাল এবং রাগিণী না দেওয়ায় বরং ইচ্ছামত সুর করিয়া লওয়ার পক্ষে গায়কের সুবিধা হইবে।

এই পুস্তক পাঠে যেমন কবিতাপ্রিয় পাঠক আনন্দরসে আপ্লুত হইবেন, সেইরূপ অনেকে ধর্ম্মভাবেও জাগিয়া উঠিবেন, তথা মাতৃ সাধনার পথ এই গ্রন্থ হইতে পরিষ্কৃত হইবে। আরও শুনিয়া সুখী হইলাম কবিভূষণ মহাশয় তাঁহার এই গ্রন্থখানির বিক্রয়লব্ধ অর্থ রোগক্লিষ্ট দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য স্বহস্তে ব্যয় করিবেন।

সূচীপত্র।

তৃতীয় স্তবক

বিবিধ-সঙ্গীত

পুষ্পাঞ্জলি

প্রথম স্তবক

(১)

নমো গীর্ব্বাণগণ বন্দিত
গণেশ গজ বদন ;
পুরুষোত্তম পরম দেব
পাতকি-জন পাবন।

যোগজীবন যোগীশ্বর,
গণাধিপ দেব লম্বোদর,
মূষিকাসন করুণাকর
বিঘ্ন-বিপদ নাশন।

নিন্দিত নব উদিত ভানু,
সিন্দূর-রুচি সুন্দর তনু,
মঞ্জীর চারু মণ্ডিত অনু
কোকনদ-দল-চরণ :—

শক্তি-সুত মুক্তি-নিধান,
ভক্ত-গতি ভীতি-হরণ,
কলুষ-ক্লেশ নিরাস কারণ,
বন্দে দীন নারায়ণ।

(২)

চিত্ত-সোহাগিনী চিন্তা-বিনোদিনী,
তপ্ত হৃদয়ে মম এসো গো ;
সিঞ্চি' পীযূষ-রাশি, সর্ব্ব সন্তাপ নাশি,'
সুপ্ত মানসে সদা জাগ গো।

দীপ্ত বাসনানলে দগ্ধ মরম তল,
শান্তি-সলিল দানে, স্নিগ্ধ কর সকল,
নিষ্ঠা-ভকতি সনে, মাতৃ মাধুরী ধ্যানে,
রিক্ত হৃদয়াসনে বসো গো।

মুগ্ধ নারা'ণ দীন মত্ত বিষয়-রসে,
নিত্য রতনে হায় ত্যক্ত মায়ার বশে,
মুক্ত কর গো তা'রে, কর্ণ-কুহর ভ'রে,
শক্তি সাধন বাণী বল গো।

(৩)

এসো মা কল্পনা, বঞ্চিত ক'রোনা,
কিঞ্চিত করুণা কর গো ;
নির্জ্জন নিকেতন মানস-নন্দনে
নিত্য নূতন বেশে চর গো !

অনন্ত রূপিণি কে জানে লীলা তব
লীলাময়ি ! কত রূপ ধর গো ;
নব রস রঙ্গিণী ভাব বিভঙ্গিনী
বীণাপাণি-সঙ্গিনী তুমি গো !

কবিকুল-রঞ্জিনী কবিত্ব-মোহিনী
জননি ! দীন জনে হের গো ;
ভীত অতি নারা'ণ দেহি দেবী শরণ,
ভাব-সাগর-নীরে তার গো !

(৪)

এসো মা ধবল কমল ’পরে
বিনোদ বীণাটি লইয়ে ;
সুপ্ত-হৃদয় জাগায়ে তোল মা—
মঙ্গল গীতি গাহিয়ে !

এসেছে মধু মলয়-সঙ্গে,
মাতায়ে ভুবন বিলাস রঙ্গে,
নব মুকুলিত পাদপ সঙ্ঘে
—নবীন জীবন ঢালিয়ে।

তরুশিরে চারু কুসুম বৃন্দ
বিতরে মধুর গন্ধ,
কাঁপায়ে বল্লী বিটপি-বক্ষে
বহিছে পবন মন্দ :—
পিক পঞ্চমে তুলিয়া তান,
গাহে বসন্ত বিজয় গান,
এসো মা ভারতি ! যাচিছে নারাণ
মধু পঞ্চমী পাইয়ে।

দাঁড়া মা তা’র কণ্ঠ-কমলে
—চরণে চরণ রাখিয়ে !

(৫)

কেগো পঙ্কজ-বন-শোভনে !
এলি মা মরতে দুখ বিনাশিতে
কল্যাণ-কুট প্রদানে।

আজি কৌমুদীময়ী রজনী,
সারাটি জগত উল্লাস ভরে
পূজিছে চরণ দু'খানি ;—

ওমা করুণামৃত নয়নে,
চাহগো নিখিল ভুবনে,
সুধা-প্লাবিত হউক বিশ্ব,
শান্তি লভুক পরাণে।

নব শস্যে পূরগো অবনী,
আজি শিশির-সিক্ত ধান্য-গুচ্ছ
ঢলিয়া পড়ুক ধরণী ; --

দীন নারা'ণ দাস এই মাগে,
ওমা বসি'গো পূরত ভাগে,
রঞ্জিত কর শস্য পুঞ্জে
ধবল-শ্যামল বরণে।

(৬)

অয়ি, পতিত-পাবনি মাতর্গঙ্গে !
রজত-বিজিত নির্ম্মল সুসিত
পুণ্যপীযূষ যুত তরল তরঙ্গে।

জহ্নু তনয়া সদা সুরপুর বাসিনী,
ত্রিতাপ তারিণী মাগো ত্রিজগত জননী,
কল্যাণময়ী তুমি, এসেছ মরত ভূমি,
নাশিবারে গো বিমলে কলিমল সঙ্ঘে।

বিষ্ণু পাদোদ্ভবা মুক্তি-বিধায়িনী,
সর্ব্ব-শুভদা সুখ-সম্পদ শালিনী,
শিষ্ট সাধকে মাতঃ, তুষ্ট থাক সতত,
দুষ্ট দলনী দেবী মত্ত মাতঙ্গে।

অম্বুরূপিণী মাগো পুণ্য-প্রবাহিনী,
জন্ম-দুখহরা হর-শির চারিণী,
পড়িয়া কলুষ-হ্রদে, যাচি পদ কোকনদে,
এ দীন নারা'ণে হের করুণা অপাঙ্গে।

(৭)

ঘুম পাড়াও গো গঙ্গে !
চ'ল্‌তে নারি আর অবশ অঙ্গে।

ত্বরায় গো তারিণি, কোলে নে আমায়,
শুইয়ে দে মা—তোর তরঙ্গ-দোলায়,
ও মা, দোল পেয়ে ঘুমাই, প্রাণে শান্তি পাই,
ভুলি' আতঙ্কে।

মা, আয়ু-সূর্য্য অস্ত, হয়েছি মা ব্যস্ত—
কর গো নিরস্ত তনয়ে,
ওমা, মহানিদ্রা ঘোরে, শিথিল-শরীরে, .
পড়ি মা আঁধারে ঢলিয়ে ;

মা, কৃতান্ত-মশক যদি বসে গায়,
করুণা-অঞ্চলে তাড়াইও তায়,
দীন, নারা'ণ ঘুমাও ব'লে, কুলু কুলু রোলে,
—গাও গো রঙ্গে,

(৮)

ধর্ মা, তাপিত তনয়ে ;
আমি এলাম বড় শ্রান্ত হ'য়ে।

মা, ভব-মরুভূমি করি' পর্য্যটন,
দারুণ তৃষ্ণায় আকুল জীবন,
ওমা, দে মা কৃপাবারি, এতৃষা নিবারি,
জুড়াক হিয়ে

মা, শান্তি-তরুছায়া, নাহি যায় মা পাওয়া,
দূরাশার হাওয়া সেখানে,
ওমা, কৃশানুর মত, পাপের রেণু কত
—উড়্ছে অবিরত গগনে ;—

মা, মায়া-মরীচিকায় ভুলে এত দিন,
ঘুরে ঘুরে গঙ্গে, হ'য়েছি গো ক্ষীণ,
ওমা, নারাণ দীন হীন, গেল মা তার দিন
বৃথা বহিয়ে।

(৯)

লাগেনা আর কিছুই ভালো

উদাস ভরা প্রাণ ;

ধীরে ধীরে আস্‌ছে থেমে

আমার সকল গান।

যে সুর খানি যত্নে বেঁধে,

গান ক'রেছি কতই সেধে,

সে সুর আজি বেসুর যেন.

ছিন্ন বীণার তান্।

যে সুর আজি মিষ্ট ব'লে

জাগে হিয়ার মাঝে,

সেই রাগিণী ক'রে আলাপ

গা'বো সকাল সাঁঝে ;—

জংলা সুরে রংলা গীতি

গাইব না আর,—গা'ব নিতি

যে গানে সেই নিখিল-পতি টলেন ভগবান

(১০)

তুমি, কত দূর হ'তে ডেকেছ আমায়—
আমি, জানিনে দয়াল, জানিনে ;
তব, স্নেহ-আহ্বানের মধুর বীণাটি
আজ, বাজিয়া উঠেছে পরাণে।

কোন্ পথে প্রভু তব কাছে যাই,
কে এমন আছে কা'রে গো সুধাই,
আঁধারে আঁধারে কেবলি হারাই—
আমি, খুঁজে নিতে পথ পাইনে।

পাইতে তোমায় এই ভাবনায়
ভ'রে ওঠে যবে হৃদয় খানি,
বসিয়া বিজনে তোমার ধেয়ানে
জাগিয়া জপিগো আপন জানি :—

আবার তোমার বীণাটি শুনিয়ে
ছুটে যাই পথে আকুল হইয়ে,
কুয়াসার জাল কোথা হ'তে ওঠে,
আমার, কেবলই আঁধার নয়নে,

(১১)

তব. নীল-নীরদ মূরতি খানি
ভাবি গো যখন মনে ;
কিবা, হরষের বারি উছলি' ওঠে
হিয়া-সরসীর কোণে।

মোহানার ধারে উছল জলে,
কত শত মতি আপনি ফলে,
কিবা, বিনা সূতে তায় গাঁথিয়া মালা
দেয় কে আমায় এনে।

মালাটি কেমন দোলে গো গলে,
—বিভোর হইয়ে থাকি,
প্রিয়টি প্রিয়টি বুলিটি ব'লে
গায় গো প্রেমের পাখী ;—

আমি, কাণ পেতে শুনি বসিয়া দ্বারে,
কোলাহল কত ওঠে এ ঘরে,
হায়, অমনি আমার শান্তি রাণী
চ'লে যায় কোন্ খানে।

(১২)

তোমায় খুঁজিয়া কেন গো পাইনা ;
তুমি, কোন অন্তরালে, লুকা'য়ে রহিলে,
আমি, কাতরে ডাকিলে এসোনা।

দেখিনে তো কভু কিরূপ তোমার,
কোন কাজে রত থাক অনিবার,
নিকটে কি দূরে, ব'নে বা নগরে,
তুমি, কোথা আছ হরি, জানি না.

আছে কি তোমার পিতা-মাতা-ভ্রাতা,
প্রিয় পুত্র কিম্বা স্নেহের দুহিতা.
আছে কি বনিতা, সতী—পতিরতা,
তুমি, গৃহী কি সন্ন্যাসী বলনা।

শুনেছি তুমিহে পরম দয়াল,
পর দুখ তাপ হর চিরকাল,
তাই, নারাণ তোমায়, ডাকে দয়াময়,
ঘুচাতে প্রাণের যাতনা।

(১৩)

তোমারে ধরা যে দায় হ'লো হে জীবন-সখা ;
ধরি ধরি চ'লে যাও—
—পলকে পাইনে দেখা।

এখনি গিয়াছ চলি'—
নূপুর বেজেছে পায়,
অলির গুঞ্জন গানে
—তাই ওই শোনা যায়,
বিকচ-কুসুমে তব র'য়েছে হাসির রেখা।

ধুয়েছ হে পদ দুটি নামিয়া তটিনি-জলে,
তাই সে তরঙ্গ-মালা এখনো মৃদুল দোলে,
চরণ রক্তিম-রাগ—
কোকনদে আছে মাখা

বাজায়ে বাঁশরী খানি
গিয়াছ হে রসরাজ,
ব'য়েব বেণুর সুরে
বাজিছে বিপিন-মাঝ,
মনে হয়—ছুটে যাই, ভার হ'লো গৃহে থাকা।

গাহিয়া গিয়াছ গীত কোকিল-কাকলি স্বনে,
ছড়া'য়ে পড়িছে ওই সুমধুর সমীরণে,
কত দিনে এ নারাণে
দেখা দিবে বল বাঁকা ?

(১৪)

সখা,—

কথাটি কহিলে ব্যথাটি যে যায়,

তবে কেন কথা কওনা ;

দেখা দিলে হেসে জুড়ায় এ হিয়ে,

তুমি, দেখা দিতে কেন চাও না ?

তুমিহে দয়াল চির সখা মোর,

জেনেছি এবার—গেছে মোহ-ঘোর,

সদা শুভকারী, তুমিহে আমারি,

সখা, ফেলে মোরে কভু থাক না।

থাকহে অলক্ষ্যে সদা মম কাছে,

হে প্রিয় আমার তাই প্রাণ বাঁচে,

আমি আঁখি হীন, তাই নিশি দিন,

শুধু, ঘুরে মরি—বাড়ে ভাবনা।

ঘুমাই যখন সুখ-শয্যা 'পরে

এক পদ কভু যাওনা তো স'রে.

অনুভবে পাই, চোখে দেখি নাই,

সখা, পাই তাই হৃদে যাতনা।

(১৫)

তব, চির প্রসিদ্ধ স্বভাব খানি
ছাড়্‌বে না তো তুমি ;
তুমি, কাঁদিয়ে আগে হাসাও শেষে
কর কত পাগলামি।

তুমিহে পাগল—পাগল কর,
নীচে ফেলে পুনঃ তুলিয়া ধর,
ওঠা-পড়ায় অধীর ক'রে
তোলহে দিবস-যামি।

ডুবিয়ে দিয়ে অতল নীরে
দুখের সিন্ধু মাঝে,
ভাসিয়ে নে যাও সুখের স্রোতে
শান্তি যেথায় রাজে ;—

হৃদয়ে ঢালি' নিবিড় ভ্রান্তি,
চেতনায় দাও বিমল শান্তি,
এ সব খেলায় নাই কি শ্রান্তি
কওনা জগৎ-স্বামী ?

(১৫)

তুমি লুকিয়ে কত খেল্‌ছো খেলা
বিশাল বিশ্ব মাঝে ;
দিবস-রাতে-সন্ধ্যা-প্রাতে
সেজেছে কতই সাজে ।

প্রাতে আস সেজে তরুণ তপন,
গলে হেমহার ভুবন-মোহন,
প্রদোষে পরি' লোহিত বসন
চ'লে যাও কোন্ কাজে ।

সন্ধ্যা যখন নামিয়া আসে
তিমির বসন পরি'
সিত সুধাকরে আসহে তুমি
মোহন মুরতি ধরি' ;—

নীল নভোতলে বিছায়ে আসন,
ধরা'পরে সুধা কর বরিষণ,
রজত-শুভ্র তারার ভূষণ
তোমারি অঙ্গে রাজে ।

(১৭)

আয়রে আমার প্রেমেরি ঠাকুর,
—ডাক্‌লে কেন দাওনা সাড়া
সখা, গেছ কত দূর ?

পড়ে কিনা পড়ে মনে,
কত যে আনন্দ মনে
খেল্‌তাম সখা তোমার সনে
সেই, শীতল শান্তিপুর ;

যা'দের সাথে ভবের খেলা,
খেলিলাম এ সারা বেলা.
রইলো না কেউ সাঁঝের বেলা,
তারা, বড়ই নিঠুর।

রবি ঠাকুর বস্‌লো পাটে,
আর বেলা নাই ভবের হাটে,
আয়রে সখা আয়রে ছুটে,
আমার, বুক কাঁপে দুর্‌দুর্‌।

(১৮)

হরি, কোথা আছ তুমি বলনা ;
জুড়াইতে ব্যথা ছুটে যাই সেথা
তা' না হয় তুমি এসো না।
আমি আর যে সহিতে পারি না ॥

ব্যথাহারী হরি, তুমি হে ভুবনে,
দেখা দাও নাথ—ব্যথিত এজনে,
বুলাইয়ে হাত মরম বেদনে,
দূরক'রে দাও যাতনা।
ওগো একবার তুমি এসোনা ॥

করুণ-পরশে তাপিত এ হিয়ে,
চিরতরে মোর যা'ক জুড়াইয়ে,
সুকোমল কোলে টেনে তুলে নিয়ে,
দাওগো আমারে সান্ত্বনা ॥
আমি তোমা বই কারু—জানি না ॥

সারাটি জীবন ডেকে গো তোমায়,
নীরস রসনা কথা না জুয়ায়,
দারুণ তৃষায় বুক ফেটে যায়,
একটুকু জল দাওনা।
ওহে কৃপাসিন্ধু, আমায় ত্যজনা ॥

(১৯)

এসো কুঞ্জ কাননচারী ;
ওহে শ্রীরাধা রমণ, মদন মোহন,
মোহন মুরলী ধারী।

আমি কত দিনে তোমায় পাইব,
সেই নবঘন শ্যাম, ত্রিবঙ্কিম ঠাম,
হেরিয়ে নয়ন জু'ড়াব ;—

আমি শুনেছি হে দীনবন্ধু,
তুমি অপার করুণা-সিন্ধু,
মম তৃষিত জীবন চাহে অনুক্ষণ
দেহ দরশন মুরারি।

ওহে পীতবাস রাসবিহারী,
নেচে, এস বনমালী, দিয়ে করতালি,
শিখিপাখা চূড়া পরি' ;—

আমি কালোরূপ ভালবাসি হে,
তাই ডাকি তোমায় কালোশশী হে,
মম, হৃদাকাশ 'পরি, বসো আলো করি'
তুমি, মানস-তিমির-হারী

(২০)

তোমায় এ জীবনে কেন পাবনা ;
শুধু, পাগলের পারা, কেঁদে হ'বো সারা,
চির আঁখি-ধারা যাবেনা ?

তুমি অনাথের নাথ হতাশের আশা,
দীন বিপন্ন পথিকের বাসা,
অন্ধের নয়ন দরিদ্রের ধন,
তুমি, কাতরে বিতর করুণা।

এসো চির সাথী হৃদয়ের ধন,
হৃদয়ে ধরিয়ে জুড়াই জীবন,
মায়ার বন্ধন, কর গো মোচন,
ঘুচাও মরম বেদনা।

পাপ-পঙ্কে আমি হ'য়ে নিপতিত,
মোহ অন্ধকারে কাঁদি অবিরত,
আলোকেতে লও, বাসনা পূরাও,
নারাণের দুখ দিওনা।

(২১)

কিবা, সুদূর বিমানে সজল-জলদ
ধায়িছে পবনে দু'লি ;
কোলে আদরিণী বিজলী-বালিকা।
হাসি' হাসি' করে কেলি ।

বহে ধীরি ধীরি সুশীত-সমীর,
ঝরে রিমিঝিমি সুধাসম নীর,
পিয়ে ধারাবারি চাতক সুধীর
হরষে বদন মেলি' ।

হৃদি-নভে মম শ্যাম-নবঘন,
কবে গো উদিবে আসি',
চরণ-দিধীতি দামিনী হাসিয়া
খেলিবে তিমির নাশি' ;—

পুণ্য-সমীরে দুলিয়া দুলিয়া,
করুণার ধারা পড়িবে আসিয়া,
পিপাসা-বিধুর পরাণ ভরিয়া
পিয়িব আপনা ভুলি' ।

(২২)

হরি, তুমি হে মহান্ রাজ রাজেশ্বর
রাজিছ জগত জুড়ে ;
তব, বিশ্ব বিজয়ী নামের নিশান
নিখিল ভুবনে উড়ে।

শুনি, সকল হৃদয়ে তোমারি স্থান,
জাগিছ সতত হে জগত-প্রাণ,
যা' দেখি বিশ্বে তোমার সে দান,
পুনঃ তুমি ল'বে কেড়ে।

তুমি, বিশ্বব্যাপী হে পুরুষ-প্রধান
নাহি দেব তব অন্ত,
কঠিন কোমল দয়াল ভয়াল
তুমি হে সরল শান্ত ;

তুমি হে অপার করুণা-সিন্ধু,
অনাথ আতুর দীনের বন্ধু,
অন্ধহৃদে যা'র হে প্রেমইন্দু
তোমার জ্যোতিঃটি পড়ে,

তার, চির দিবসের মোহ তম-ঘন
অমনি যায় হে ছেড়ে।

(২৩)

ওহে, পরমেশ প্রেম-ইন্দু !
কবে, আঁধার এ হৃদি গগনের কোলে
উদিবে হে কৃপাসিন্ধু ?

প্রভু, তুমি যদি না উদিবে,
তবে, মলিন এ দীন চির অন্ধকারে
কতদিন বল থাকিবে ;—

কবে, করুণা-জ্যোছনা ভাসিবে,
এই, মোহের তিমির নাশিবে,
আমি, বিমল আলোকে বিপুল পুলকে
হাসিব অনাথ-বন্ধু ?

মম, চিত্ত-সরসী-সলিলে,
কবে, শতধা হইয়ে তড়িতের মত
ভাসিবে ভকতি-হিলোলে ;—

কবে, বিবেক-কুমুদ ফুটিবে,
সদা, প্রেম-পরিমল ছুটিবে,
কবে, নারা'ণের প্রাণ তৃষিত চকোর
পিয়িবে পীযূষ-বিন্দু ।

(২৪)

কিবা, সুনীল গগনে গম্ভীর স্বনে
জলদ-দুন্দুভি বাজিছে ;
ওই, দিক্‌বালা সনে সোহাগে মাতিয়া
চকিতে চপলা খেলিছে।

প্লাবিয়া সারা ধরণীতল,
ঝম্ ঝম্ করি ঝরিছে জল,
কিবা, কুল্ কুল্ রবে বহিয়া বাহিনী
লহর-মালায় নাচিছে।

নীল নিবিড় মেঘের ছায়,
শিখিকুল সুখে নেচে বেড়ায়;
ওই, চাতক নিকর পুলকিত কায়,
ধারাবারি পান করিছে।

এসো নবঘন নীরদ কায়,
তোমা বিনে হরি কেবা জুড়ায়,
আজ, নারাণের প্রাণ তৃষিত চাতক
করুণার ধারা যাচিছে

(২৫)

মম, হৃদয়-কুটীরে এসো, হরি ফিরে,
বসো গো মানস-আসনে ;
আমি, ডাকিতে জানিনা, তা' ব'লে কি হরি,
ঠেলিবে অভয় চরণে !

শুনেছি তুমিহে কাঙাল-শরণ,
এ কাঙাল কেন পাবে না চরণ,
বারেক এসহে পাতকি-পাবন
দীনের আকুল ক্রন্দনে।

নিরাশ-আঁধারে মগন এ প্রাণ,
ডাকে সদা তোমা করুণা-নিধান,
এসো কৃপাময়, নাশ, তমোভয়
বিপুল পুণ্য-কিরণে

দীন দয়াময় তুমিহে ভুবনে.
সকলেই বলে তাই জাগে মনে,
ত্যজিবে না কভু দীন-নারায়ণে,
জীবনে কিম্বা মরণে।

(২৬)

কিবা, পুণ্য-প্রভাতে তরুণ তপন
কষিত কনক-কিরণে ;
নাশি' তমোরাশি হাসি' হাসি' আসি'
বসিল সুনীল-গগনে।

শিশির-শীকর মাখিয়া গায়,
সুশীত-সমীর সুধীরে ধায়'
বিকচ-কমল ভাবে ঢল ঢল
খেলিছে তটিনি-জীবনে।

নবভানু রূপে এস হে ঈশ,
করি' মম দুখ-নিশার শেষ,
হৃদাকাশে বসো মোহতম নাশ'
করুণা-জ্যোতিঃ বরিষণে।

শান্ত-শীতল শিশির মেখে,
বহুক প্রেমের সমীরসুখে।
নিরমল দল ভকতি-কমল
লুটিয়া পড়ুক চরণে।

(২৭)

এসো হৃদয় যমুনা-কূলে।
এই, বাসনা বল্লী বিজড়িত চিত—
নীপ-পাদপ মূলে।

এসো গোকুল বিহারী হরি হে,
তব ভুবন ভুলানো করুণা বাঁশরী
বাজায়ে মধুর স্বরে হে ;—

আমি নয়ন যুগল মুদিয়ে,
ওই চরণের পাশে বসিয়ে,
শুনিহে বাঁশীর করুণা-গীতি
—প্রাণের কপাট খুলে।

যাই, দুখতাপ সব ভুলে হে,
মম, প্রেম-পারাবার বহুক উজান
ললিত লহর তুলেহে ;—

বহুক, পুলক অশ্রু নয়নে,
দিই, উপহার চারু চরণে,
এই, যতনে গেঁথেছি মোহন মালাটি
ভকতি-কুসুম তুলে।

(২৮)

ওই, শ্যাম কলেবর বিটপী সুন্দর
বিটপ-শোভিত শাখা
কিবা, ডালে ব'সে কত পাখী করে গান
—ললিত পীযূষ মাখা।

আতপ তাপিত পথিক নিচয়,
লভিছে আরাম ও তরু-তলায়,
শষ্প শয্যায় সকলে ঘুমায়
বদনে প্রীতির রেখা।

আমিরে পথিক এভব মাঝার,
ঘুরে মরি—হেরি নিবিড় আঁধার,
কত দূরে আছে শ্যাম-তরুবর
কেমনে পাইব দেখা।

কবে আমি যা'বো সে পাদপ-ছায়,
জুড়াইব এই তাপিত হৃদয়,
প্রাণপাখী মম প্রেমের ভাষায়
গা'বে গীতি—সুধামাখা

(২৯)

আশায় আশায় দিন যদি যায়

—আসার পথটি চেয়ে ;

কবে তুমি আস্‌বে বল—

আমার আপন হ'য়ে।

পরের মত আড়াল দিয়ে,

মন্‌টি আমার টেনে নিয়ে,

ঘুরে বেড়াও ঘুর্ণিপাকে

আমায় ফেলে দিয়ে।

তোমার পিছে পাগল পারা

ব্যাকুল হ'য়ে ধাই,

কু—দিয়ে কোন্‌খানে লুকাও,

—নাগাল নাহি পাই ;—

শ্রান্ত হৃদয় অশ্রুনীরে,

কেঁদে মরে আঁধার ঘেরে,

সারা জীবন এমন ক'রে

থাক্‌বো কত স'য়ে।

(৩০)

অনাথ বালক নিমেষ হারা চোখে
তোমার পানে শুধু চেয়ে রয় ;
শূন্য যে তার নিখিল ধরা খানি
দু'টি নয়ন জলে ভেসে যায়।

ভবের মাঝে সঙ্গী তো কেউ নাই,
হা হতাশে ভাব্‌ছে সদাই তাই,
নিবিড় আঁধার কণ্টকময় বনে
পথ দেখায়ে কেবা ডেকে লয় ?

শুনিয়াছে বিশাল বিশ্বমাঝে,
আস্‌বার দিন সে এসেছিল সেজে
সে বেশভূষা মলিন এখন তা'র
কি ব'লে আজ দেবে পরিচয়।

ভয় পেয়ে তাই ভাবছে সদা মনে,
কত যে দোষী তোমার শ্রীচরণে,
ক্ষমা ক'রে তা'রে কোলে তুলে নিয়ে
নূতন বেশে সাজাও দয়াময়।

(৩১)

ওগো আমি কাঙাল বালক
—এসেছি আজ তোমার দ্বারে ;
গাইতে গীতি দিবা-রাতি—
বাজিয়ে জীবন-বীণার তারে।

আমার সাথের গায়ক যা'রা,
যে গান গেয়ে মাতায় তা'রা,
সে গানে মোর সুর মেশেনা
অনস্বরো হয় বারে বারে।

ভুল্‌বোনা আর কোনো কথায়
গাইতে সে গান তাদের সাথে.
গণ্ডগোলের ধার্‌বোনা ধার—
র'বো তোমার সরল পথে,—

ছাড়বো এবার মেশামিশি,
গাইবো একাই যখন খুসি,
গানের শেষে নীরব বীণা
রাখ্‌বো তোমার পায়ের ধারে।

(৩২)

জাগো রে, আমার মন--
নিশি হ'লো অবসান ,
হৃদয়—কপাট খুলি'
গাও বিভু-গুণ গ্রাম।

শাখিশাখে পাখিগুলি,
বলে—রাম রাম বুলি,
তুমি কেন আছ ভুলি'
হেন প্রাণারাম নাম।

হের তরু-লতিকায়,
প্রেম-পুলকিত কায়,
করে দু'টি রাঙা পায়—
কুসুম-অঞ্জলি দান।

কমল জাগিয়া জলে,
মারুত-হিলোলে ঢ'লে,
পড়িছে চরণ-তলে
ভকতি-বিভোর-প্রাণ।

(৩৩)

এমন বেশে কোন সাহসে
যা'বো আমি তাঁহার কাছে ;
পরিহিত এ বসন খানি
ধূলায় মলিন হয়ে গেছে।

অমূল্য ধন পুণ্য ভূষণ,
সত্য নিষ্ঠা মণি রতন,
পাপের পথে কাঁটার বনে
দস্যুরা তাও হ'রে নেছে।

রাজ রাজেশ্বর স্বর্ণাসনে
ব'সে আছেন হর্ষ চিতে,
সুন্দর তাঁর বসন-ভূষণ
মলিনতা নাইকো তা'তে ;—

কোন্ লাজে বা তাঁর সকাশে,
যাইগো আমি মলিন বেশে,
দ্বারের দ্বারী আমায় দেখে
দূর ক'রে দেয় ঘৃণায় পাছে।

(৩৪)

ভুলিয়ে মায়ায় মোহ-তমসায়

আছ সদা অচেতনে ;

হইয়ে জাগ্রত কভু ভাবনাতো

পরমাত্মা নিত্য ধনে।

মিথ্যা বেশভূষা বিলাসের ধন,

মিথ্যা এবৈভব গেহ পরিজন,

সুখ শয্যা'পরি দেখিছ স্বপন

অনিত্যকে নিত্য জ্ঞানে।

শিথিল ইন্দ্রিয় দেহ বল হীন,

দিনে দিনে আয়ু হতেছে রে ক্ষীণ,

দিনেশ তনয়-আসি' কোন্ দিন

বাঁধিবে দৃঢ় বন্ধনে ;

তাই বলি মন হও সাবধান,

কায়-মনে কর সত্যের সন্ধান,

জীবনান্ত দিনে পেতে পরিত্রাণ

ভাবরে সে দীন-শরণে।

(৩৫)

এখনো হ'লনা বাসনার শেষ—
মোহ তো হ'লনা ভঙ্গ ;
বিলাস-আলসে অবশ হইয়া
করিছ কতই রঙ্গ !

দেখনা চাহিয়া নিবিড় আঁধার,
চারিদিকে ঘিরে আসিছে তোমার,
শেষে কি রে পথ পাবিরে যাবার,
ভব-লীলা হ'লে সাঙ্গ ।

কি আমোদে তুমি মেতেছরে হায়,
হ'য়েছ বিভোর ভবের খেলায়,
সুরভি কেতকী কুসুম শোভায়,
ভুলে রয় যেন ভৃঙ্গ ।

ভুলায়ে যাহারা রেখেছে তোমায়,
ভুলে আছ তুমি যা'দের মায়ায়,
শেষের সে দিন রবে কে কোথায়,
পা'বি কি কাহারো সঙ্গ ?

(৩৬)

ঘরটি এমন আবর্জ্জনায়
নিত্য কেন রাখিস্ ভ'রে ;
প্রভাত বেলায় ঝাঁট দিয়ে তায়
ত্বরায় টেনে ফেল্‌না দূরে :

নিত্য প্রাতের কার্য্যগুলি,
অবহেলায় যাস্‌নে ভুলি
সুবাস মাখা কুসুম-রাশি
চয়ন ক'রে নে এই বারে

অনুরাগ না থাক্‌লে পূজায়
ফল কিছু তায় ফল্‌বে না রে,
লোক-দেখানো সেবায় কভু
মায়ের পরাণ গল্‌বে নারে ;—

শ্রদ্ধা বিহীন পূজার ডালি,
মা আমার তা' ফেলেন ঠেলি,'
ভক্তি-কাঙালিনী মায়ের
বাঁধ্‌রে চরণ ভক্তি-ডোরে।

(৩৭)

সবার আগে জাগিয়ে মোরে
দাওনি সকাল বেলা ;
হয়নি তোলা কুসুম গুলি
শীতল শিশির ঢালা।

এখন আমি করবো যে কি,
মালাটি গাঁথা রয়েছে বাকি,
কি দিয়ে হায় সাজাবো মায়ে
—ঘটিল বিষম জ্বালা।

লুটেছে অলি ফুলেরি মধু
হ'রেছে সমীর গন্ধ,
নীহার-ভারে গিয়াছে ঝরি'
যেগুলি শিথিল বৃন্ত ;—

তরুতলে যে প্রসূন গুলি,
ধরায় প'ড়ে মেখেছে ধূলি,
অবোধ আমি সেই ফুলে কি
ভরিবো পূজার ডালা !

(৩৮)

কেগো, বিজন বিপিন বাসিনী ;
কিবা, ফুল্ল-পরাণে সমীরণ সনে
খেলিছ জবা রঙ্গিণী ?

আহা, কহগো কানন-শোভিনি !
তুমি, কোন্ পুণ্যফলে শ্যামা-পদতলে,
হয়েছ এত আদরিণী ?—

আমি, অকৃতি অধম অতি গো,
বল, কেমনে সে পদ পা'ব গো,
তুমি, যদি গো সুব্রতে, লহ মোরে সাথে,
—পাই তবে চরণ দু'খানি।

চল, তুমি আমি মিলি' দু'জনে
সে রাঙা চরণে পড়িগো লুটায়ে
তাঁর, হবেনা কি স্নেহ পরাণে ;—

বড়, ভাল বাসে শ্যামা তোমারে,
গিয়ে, তব সনে কাঁদি কাতরে,
কাতর রোদন করিলে শ্রবণ
ফিরে যদি চান শিবানী ।

(৩৯)

আর কখন তুই তুল্‌বি সে ফুল
যে ফুল্‌টি তোর লাগ্‌বে পূজায় ;
ক্রমেই বেলা যায়রে বেড়ে—
আছিস্‌ ব'সে অবহেলায়।

বেলা হলে যে রবির করে,
শুকিয়ে যা'বে বিষাদভরে,
বোঁটায় থেকে আপ্‌নি ঝ'রে—
প'ড়বে সে ফুল ধরায় ধূলায়।

হৃদয় – কোণে বিজন বনে
ফুটেছে ফুল গভীর রাতে.
যতনে তায় নাওনা তুলি ;
মায়ের পদে লুটিয়ে দিতে ;—

দে্‌খবি কেমন প্রেমের ফুলে,
মায়ের রাঙা চরণ-মূলে,
কত যে শোভা উঠ্‌বে ফু'টি
হয় কি তেমন বনের জবায়।

(৭০)

আরতির দীপ জ্বালিলেনা কেন
গেল যে সন্ধ্যা ব'য়ে ;
কা'র ভাবে তুমি গিয়াছ ভুলিয়া
রয়েছ বিভোর হয়ে।

সারিলেনা কেন সাঁঝের সে পাট,
দেবতার গৃহে দিলেনাক ঝাঁট,
ছিটালেনা কেন গঙ্গাজল আজ
ধুনার ধোঁয়াটি দিয়ে,

বাজালে না কেন মধুর শঙ্খ
গাহিলেনা স্তব-গীতি,
কি মোহে তুমি হ'য়েছ মোহিত,
গেল কি দেবতা প্রীতি ; —

সন্ধ্যা বন্দন সকল ত্যজিয়া,
বিলাস-আলসে পড়েছ ঢলিয়া,
গেহের দেবতা কেমন করিয়া
র'বে তব মুখ চেয়ে।

(৪১)

এখনো পূজারি র'য়েছ বসিয়া—
হয়নি কি পূজার বেলা ?
হিয়া-কাননের কুসুম তুলিয়া
সাজালেনা কেন ডালা।

হয়নি কেনগো সকালের পাট,
মন্দির দ্বারে পড়েনি কো ঝাঁট,
দেবতা পূজা কি এতই ঝঞ্ঝাট,
কেন তব অবহেলা।

রাগ ভরে যদি দেবতা আমার,
গৃহ হ'তে চ'লে যায়গো আবার,
তবে কি পূজারি পাবি কি রে পার,
—বাড়িবে অশেষ জ্বালা।

পুড়ে হ'বে ছাই সকল সংসার,
উঠিবেক শুধু সদা হাহাকার,
আসি' পাপরাশি ঘিরি' চারিধার,
—ঘুচাবে পুণ্যলীলা।

(৪২)

এসেছে কি মধু ভুবন ভরিয়া
ছুটেছে ফুলেরি গন্ধ ;
চারি দিক হ'তে সুরভি সমীর
—বহিছে মধুর মন্দ !

আশালতা মম কুসুমের ভরে,
লুটে পড়ে ক'ার চরণের' পরে,
কেন গো ফুটিল হৃদি-সরোবরে,
হরষের অরবিন্দ !

গেল কি শীতের জড়তা নিচয়,
প্রাণ-পিকবর পুলক হৃদয়.
কাকলি কণ্ঠে প্রেমের ভাষায়,
গাহিছে সুধার ছন্দ !

ফুটেছে কোথায় অমল কমল,
মনোমধুলিহ কেন গো চপল,
কোথা গেলে তৃষা মিটিবে সকল,
মিলিবে গো মকরন্দ !

(৪৩)

ক্ষুদ্র তোমার পূজার ডালি
সাজিয়ে নিয়ে থরে থরে;
ক্ষুদ্র মানস-আসন খানি
পেতেছি এই ক্ষুদ্র ঘরে।

বিরাট তুমি সূক্ষ্ম হ'য়,
এসো গে সূক্ষ্ম দ্বারটি দিয়ে,
ক্ষুদ্র আমি পূজবো আজি
ক্ষুদ্র সকল উপচারে!

তুমি হে নাথ, অরূপ রতন,
স্বরূপে আশা কর পূরণ,
আরাধ্য ধন রাঙা চরণ,
দাও গো মম হিয়ার' পরে,

হৃদয় মাঝে তিমির-তলে
রূপের আলো উঠুক জ্ব'লে,
অন্ধ আঁখি যা'ক হে খুলে,
জুড়াই জীবন তোমায় হেরে।

(৪৪)

বাজ্‌লো রে গান জীবন-বীণায়—
বাজ্‌ল সবার মাঝে ;
যাস্‌নে রে কেউ স'রে তোরা
যাস্‌নে কোন কাজে।

ব'স্‌রে তোরা সবাই সেজে,
শেষ গানে আজ যা'রে ম'জে,
রইলি চুপে ভূতের মাঝে
বল্‌ দেখি কোন্‌ লাজে !

গান শুনে আজ শান্তি দেবী
ঘনিয়ে বসেন কাছে,
পরের মত র'সনে তোরা
আয়না আমার পাছে ;—

দেখ্‌দেখি এই পূজার বেলা,
ভাসিয়ে নিয়ে ভক্তি-ভেলা,
ছুট্‌ছে এ গান প্রেমের স্রোতে
ধ'রতে হৃদয় রাজে।

(৪৫)

আমি, দিবা অবসানে তোমারি ভবনে
অনাথ অতিথি এসেছি ;
ওগো, দ্বারে দ্বারে গিয়ে, লাঞ্ছিত হইয়ে,
কত যে বেদনা সয়েছি।

স্নেহ ভালবাসা পাবার আশায়,
নিঠুর ধরায় গিয়াছি যেথায়,
পরুষ ভাষায়, দিয়াছে বিদায়,
আমি, আঁখি-জলে ভেসে ফিরেছি

ব্যথাহারী হরি, তুমি হে ভুবনে,
মূঢ় আমি তাই আগে তা' জানিনে,
দেহ দীন-বন্ধু, করুণার বিন্দু,
কৃপাসিন্ধু তুমি জেনেছি

জীবনে- মরণে সুখে-দুখে
সতত সবার হে ভুবন স্বামী,
নারাণের ভার লহ দয়াধার,
চরণে শরণ লয়েছি।

(৪৬)

এসেছি আজ তোমার সভায়
ফির্‌বো না সে ঘরে
মন্‌তো আমার চায় না যেতে
যা'ব কিসের তরে।

নাইকো সেথায় এমন শোভা,
শান্তি সুখের বিমল বিভা,
অশান্তিরই অগ্নি শিখা—
জ্বল্‌ছে ধূধূ ক'রে।

তোমার সভায় বাজে বাঁশী,
ওঠে মধুর তান,
সেথায় কেবল কঠোর রবে
বধির করে কাণ ;—

হেথায় কেমন আলোক ধারা,
সেথায় নিবিড় আঁধার ঘেরা,
প্রাণটি আমার পাগল পারা
কেবল কেঁদে মরে।

(৪৭)

হরি, তোমাতে আমাতে র'ব দু'জনাতে
আর কারু কাছে যাবনা ;
কাহারো কথাটি শুনিব না কাণে
কারু সাথে কিছু ক'ব না।

মনের কথাটি তোমাকেই ক'ব,
প্রাণের যাতনা তোমাকে জানা'ব,
তোমা ছেড়ে দূরে কভু না রহিব,
তুমি যেন ছেড়ে যেওনা।

ক্ষুধা হ'লে সখা যোগাইও ফল,
পিপাসায় দিও সুশীতল জল,
ঘুমের সময় পেতে দিও কোল,
তোমা বই কারু জানিনা।

মরণের দিন থেকো সদা কাছে;
তোমা বিনা সখা আর কেবা আছে,
নয়নের জল তুমি দিও মুছে,
নাশিও অশেষ যাতনা।

তুমি গো থাকিলে কি ভয় মরণে,
তুমি র'লে কাছে ডরি না শমনে,
তাই বলি সখা শেষের সে দিনে,
নারাণের ফেলে থেকোনা।

(৪৮)

শান্ত শীতল সাগরের জল
খেল্'ব তোমার সাথে ;
চির সঞ্চিত আশার থালি
পূর্ণ করিয়া নিতে।

যেখানের জল আপ্নি ছুটে,
পড়ে গো তোমার চরণে লুটে,
খেল্বো সেথায় সাঁতার কেটে
তলিয়ে গিয়ে তা'তে।

আন্বো তুলে পরশ মণি
অতলের তল হ'তে।

এত দিন যে খেল্লাম খেলা
থেকে গো যা'দের কাছে,
কেবল তা'দের ধূর্ত্তপণা—
সকল খেলাই-মিছে ;

খেলায় সকল হারিয়ে ফেলে,
কেঁদে এলাম চোখের জলে,
এসো গো চির খেলার সাথী
করুণ-দৃষ্টি পাতে ;
ভাসিয়ে আমায় যাও গো নিয়ে
তোমার খেলার স্রোতে।

(৪৯)

সারাটি জীবন গেল অকারণ,
হ'লনা ভাগ্যেতে তব দরশন,
হে দীন-শরণ, দীনজনে কেন,
হ'লে দয়াময় নিদয় এমন।

দীন-দুখহারী তুমিহে ভুবনে,
দীন জন তাই ডাকে প্রাণ পণে,
করিয়ে করুণা বারেক এলে না,
কভু শুনিলেনা কাতর ক্রন্দন।

তুমি নাকি নাথ, কাঙ্গালের হরি,
কাঁদিলে কাঙ্গাল আসি' কৃপা করি'
মুছে দিয়ে তা'রি তপ্ত-আঁখি-বারি'
কোলে তুলে লও করিয়া যতন।

নিরালা নীরবে বসি' নিরশনে,
কাটানু জীবন সাধি'-তোমাধনে,
আর কতদিনে এ দীন নারাণে,
দেখা দিবে হরি হর-হৃদিধন।

(৫০)

সখা, দুর্ব্বল ব'লে নির্ম্মল হ'লে—
এলে না বারেক ফিরিয়া ;
মম, ভ্রান্ত মানস শান্ত হইয়া
নিলনা তোমায় চিনিয়া।

আমি, কি করিব হরি দীন-দুখহারী
দাও গো আমারে বলিয়া
সেই. শেষের সম্বল ও পদ-কমল
দেখিনি তো কভু বুঝিয়া ;—

আমি, অসার ভাবনা ভাবিয়া,
শুধু. আঁধারে মরিগো ঘুরিয়া,
কোথা, নিত্যসত্য ধন খুঁজিনে কখনো
বিবেক-প্রদীপ জ্বালিয়া।

আমি, ল'য়ে দারা সুতে অলীক আমোদে,
দিবা নিশি আছি মাতিয়া,
দেখি, দিনে দিনে হায় হীনবল কায়
আয়ু-বায়ু যায় কমিয়া ;—

এই. ভব-নীরনিধি হেরিয়া,
ভয়ে, উঠিছে পরাণ কাঁপিয়া,
আমি, পাথেয় বিহীন—চির দুখী দীন
তরিব কেমন করিয়া ?

(৫১)

পাওয়ার চেয়ে পাবার আশা
বড়ই মধুর সে যে ;
বসন ভূষণ চায় কি সে জন
যে জন থাকে সেজে।

বাজিয়ে তব নামের বীণা,
গাইবো সদা এই কামনা,—
পূর্ণ হউক, গর্ব্ব টুটুক্ দীন-ভিখারী সাজে।

চাইনে আমি তোমার দরশ
কৃপার পরশ মণি,
পাইনে তোমার—পাব কবে
রাঙ্গা পা দু'খানি ;—

এই লালসা জাগিয়ে ধীরে,
ভাসিয়ে এ প্রাণ অশ্রুনীরে,
পুলক ভরে বেড়াই সদা
সারা জগত খুঁজে।

(৫২)

আমি কি দিয়ে পূজিব তোমারে ;
কি আছে আমার, খুঁজি' চারি ধার
ঘুরে মরি সারা সংসারে,
আমি অন্ধের মত বারে বারে।

সুরধুনীবারি তুলসী চন্দন,
সেও তো তোমার—হে ভব ভাবন,
ভেবে ভেবে এই সারাটি জীবন,
ভাসি গো নয়ন-আসারে ;
আমি মনোব্যথা ক'বো কাহারে।

হৃদয়ের ভক্তি—তোমার সে দান,
তুমি দিলে মুক্তি পাই পরিত্রাণ,
আমার আমার এ নিজস্ব জ্ঞান,
পদে দলে দাও ছারেখারে ;
সব ভেসে চ'লে থাক পাথারে।

এই যে দেহটি পঞ্চভূত ময়,
হে বিশ্ব-পাবন তোমা ছাড়া নয়,
এ দানের প্রতি চাহি' করুণায়,
পদে টেনে লও এবারে,
আমায় ফেলো না কোথাও বাহিরে।

(৫৩)

আমি, দুর্জ্জন অতি চঞ্চল মতি
নিষ্কৃতি কিসে পা'ব গো ;
তব, রাঙ্গা চরণ ভাবিনে কখনো
মগন বিষয় রসে গো।

আমি, মনের হরষে বাসনার বশে
কাটা'নু দিবস-যামিনী,
চরমের গতি হবে কি আমার
ভুলেও একবার ভাবিনি :—

আমি, মোহমদে হ'য়ে মত্ত,
কভূ করিনে তোমায় তত্ত্ব,
ওগো, সত্য সনাতন. পতিত পাবন,
অকূলে যা'ব কি ভেসে গো।

আমি, শুনি সাধু মুখে পড়িয়া বিপাকে
ডাকে গো যেজন তোমারে,
তুমি, করুণায় তার. কর হরি পার,
অপার এভব-সাগরে ;—

তাই, তব আশে বুক বাঁধিয়া,
আমি, আছি আসা-পথ চাহিয়া,
তুমি, ক'রে লও পার, ভব কর্ণধার,
অভয় চরণ-পাশে গো।

(৫৪)

গাছটি রুয়ে চ'লে গেছ
দেখ নাই তো ফিরে ;
জীবন্মৃত ক'রেছে হায় !
আগাছা তায় ঘিরে।

মূলেতে তার দেয়নিক জল,
ফোটেনি ফুল ধরেনি ফল,
দয়ার নিধি এসো একবার
দীন দরিদ্রের ঘরে,
আদেশ কর আশীষ দিয়ে
মানস-মালীর শিরে।

ধৈর্য্য শস্ত্রে পরগাছ সব
কেটে ফেলুক দূরে,
সিক্ত করুক মূলটি তাহার
নিষ্ঠা-গঙ্গা নীরে ;—

তবে তো ফুল ফুট্‌বে গাছে,
সুমিষ্ট ফল ফ'ল্‌বে পাছে.
তোমার পূজার নৈবেদ্যটি
আয়োজন তা'র পরে,
নিত্য পূজা হবে হে নাথ
দীন নারাণের ঘরে।

(৫৫)

ঘুম'য়ে পড়েছি ব'লে একাকী ফেলিয়া মোরে,
চলিয়া গিয়াছ সখা জানিনে কেমন ক'রে।

ভাঙিয়া গিয়াছে ঘুম,
আঁধার গিয়াছে ছুটে,
তৃষিত চাতক সম
ডাকি তাই করপুটে,
জীবন যামিনী-শেষে বারেক এসহে ফিরে।

আশার চাদর খানি টানিয়া ফেলেছি দূরে,
ধুয়েছি মনের মলা
পবিত্র বিবেক নীরে,
প'রেছি বৈরাগ্য-বাস যেতে সে অভয় পুরে।

ছিঁড়েছি মায়ার ডোর বাসনা গিয়াছি ভুলি',
এই বার একবার
এস সখা এস চলি',
তব সম বন্ধু মম কে আছে গো এ বংসারে।

(৫৬)

শূন্য পথে সোণার রথে
সোণার মুকুট পরি' ;
নিত্য আস দিবাপতি
বিশ্ব আলো করি'।

তোমার সোণার কিরণ ভরে,
ধরার আঁধার যায়ছে স'রে,
আমি নিবিড় তিমির তলে
কেবল কেঁদে মরি।

এই কামনা করি হে নাথ,
তোমার চরণ-পাশে,
আঁধার হ'তে যাওহে নিয়ে
বিমল আলোর দেশে;—

ছুটিয়ে যেমন কনক-কিরণ,
ফুটিয়ে তোল কমল কানন'
তেম্‌নি হৃদয় পদ্ম মম
ফুটাও বিমানচারী।

দ্বিতীয়-স্তবক

(১)

তুমি, যেওনারে দুখ বিমুখ হইয়ে
কখন আমারে ফেলিয়ে ;
আমি, হয়ে দীনহীন থাকি চির দিন
তারা-পদ হৃদে ভাবিয়ে।

আহা, তুমি দুখ চির সাথীরে,
শুধু, সুখের সকলি ফাঁকিরে,
সে যে, পলকে আসিয়ে, যায় পলাইয়ে,
রাখ তুমি কোলে করিয়ে।

থাকি, পর্ণ-কুটীরে তব সাথ,
আমি, করিনা'ক সে সুখ সাধ,
সেই, সুখের আবেশে, যদি মোহ-বশে,
শ্যামা মায়ে যাই ভুলিয়ে।

তুমি, থাকরে নিকটে মম চিত্ত-পথে,
মায়ের মূরতি জাগা'য়ে।

(২)

সারা জীবন ভেবে আপন
বাস্‌লাম তোরে ভাল ;
তুই নিবা'য়ে দিস্‌রে আমার
যাত্রাপথের আলো !

আঁধার পথে কাঁটার বনে,
ঘুরিয়ে নিয়ে সংগোপনে,
হৃদয়-কোণে ক্ষণে ক্ষণে
দুখের দহন জ্বালো !

এই কিরে তোর সদ্ব্যবহার
এই কি সাধু-পণা,
চোখে দিয়ে ধূলার মুঠি
ক'র্‌লি আমায় কাণা; —

অন্ধ হ'য়ে বন্ধে পড়ি'
দিই রে ধূলায় গড়াগড়ি,
দান নারা'ণের সুধার ক্ষুধায়
তার গরল ঢালো :

(৩)

আশা ফিরে এসো, আর যেওনা :
তুমি, ভুলি' প্রলোভনে, নিখিল ভুবনে,
ছুটাছুটি আর ক'র না।

তুমি, সুখ-লাগি' কি না করেছ,
কত, দেশ-দেশান্তর, নগর-প্রান্তর,
ভূধর-কন্দর ঘুরেছ :

তায়, সুখের লেশ কি পেয়েছ,—
শুধু,দুখ-নীরে ধীরে ডুবেছ,
তুমি মোহের ছলায়, ভুলে কেন হায়,
শোননি বিবেক-মন্ত্রণা !

কত, হীরে-মতি-চুণী এনেছ,
তায়, পিপাসার শেষ হয়নি তোমার
পুনঃ পা'ব ব'লে ছুটেছ :—

ফিরে, দেখদেখি ওই আঁধারে,
ডোবে, আয়ু-রবি কাল সাগরে,
তব, সঞ্চিত সকল, বিভব বিফল,
সঙ্গে তো কিছুই যা'বে না।

(৪)

হের, সজ্জিত চিতা-শয়নে :
ওই, নিমিলিত আঁখি গতাসূ-মানব
কটিবেড়া চার বসনে।

আহা, বেশভূষা কেড়ে নিয়েছে,
ওই, জীবন-প্রতিম স্নেহের তনয়
অনল জ্বালিয়া দিয়েছে ;

অহো, ধূধূ অগ্নি জ্বলিছে,
অস্থি মাংস দহিছে,
কিবা, কাঞ্চন জিনি কোমল দেহটি
ভস্মে মিশিছে-শ্মশানে।

যাহে, প্রসূনাঘাত সহেনি গো,
আজ, কঠোর যষ্টির কঠি না যাতে
ধূলিকণা হ'য়ে যেতেছে-গো !

হের, গর্ব্বিত মুগ্ধ নারাণ,
এই, অনৃত তনুর পরিণাম,
তাজ, দেহ-অভিমান, হও সাবধান,
ভজ, চিন্ময় চিরশরণে।

(৫)

নূতন দেশে কে আনিল
দিয়ে নূতন বাসা ;
বুকের মাঝে জেগে ওঠে
নিত্য নবীন আশা !

পুরাণো সে পোষাক গুলি,
অলক্ষ্যে কে নিল খুলি',
স্নেহের ভরে নূতন ক'রে
পরা'ল বেশভূষা !

কোন্ সাগরের পারে ছিলাম
কোন্ অসীমের মাঝে,
সোনার মধ্যে-আনিল কে
না জানি কোন্ কাজে ;—

জানিনে কোন্ মোহের ঘোরে,
পূর্ব্ব স্মৃতি গেছে স'রে,
আমায় কে আজ দিল ধ'রে
নূতন ভালোবাসা !

(৬)

স্নেহে গড়া ননীর পুতুল আদুরে ছেলে,
কি কুহকে ভুলিয়ে আমায় গিয়াছিস্ ফেলে।

কে আমি কা'র মা বলি গো
জান্‌তে তাও পারিনি আগে
বিবেক বন্ধু ব'লে গেলেন
তাইতে সদা মনে জাগে ;—

পিতা-মাতা-বন্ধু-স্বজন
কেউ কারু নয় নিশার স্বপন,
তুই মা আমার আমি যে তোর
বল্ মা কবে নিবি কোলে।

এদেশে আর মন টেকে না
আপন দেশে যাবো চ'লে,
নিয়ে যা' মা হাতে ধ'রে
বিদেশে রাখিস্‌নে ফেলে ;—

এদেশের লোক নয় মা সরল'
সুধা ব'লে দেয় গো গরল
গরল খেয়ে নারা'ণ যে তোর
দিবা-নিশি ম'রছে জ্বলে।

(৭)

তারা ! ঠেলোনা এ দীনে রাঙা পায় ;
এসেছি আশা ক'রে, তোমার তোরণ দ্বারে,
বঞ্চিত ক'রো না মাগো করুণা-কণায় !

শ্রান্ত পথশ্রমে ভ্রান্ত নয়ন হীন,
শূন্য সম্বল্ বল্ আশ্রয় বিহীন দীন,
বন্ধু স্বজন মম, নাহিক অন্যতম,
দীন তারিণি রাখ শ্রীচরণ ছায়,

হিংসা প্রবঞ্চনা দ্বেষ মৃষা লোভ,
আলোড়ি, হৃদিতল বাড়ায় দ্বিগুণ ক্ষোভ,
দীপ্ত বাসনানলে, অন্তর সদা জ্বলে,
তাই মা চরণ তলে মাগি গো আশ্রয় !

(৮)

আমি, সংসারের কাজে চলিলাম জননি !
তুমি গো নিকটে থাকো ;
মম, হৃদয়-কুটীরে জ্বেলেছ যে আলো
দেখো যেন নিবেনাকো।

তোমারি আলোকে পুলকে বসিয়া,
মঙ্গল আদেশ শিরেতে লইয়া,
আমি, করি সকল কাজ, তা'তে নাহি লাজ,
ব'সে ব'সে তুমি দেখ।

চঞ্চল চিত যদি মোহ বশে
হয় গো কুপথ গামী,
ফিরায়ে তাহারে চরণের পাশে
রেখো গো দিবস-যামি ;—

মোহিনী মায়ার মুরলীর রবে,
ভুলে যদি যায় নারা'ণ এ ভবে,
তবে গো জননি, অধম তারিণি,
করুণায় তারে ডেকো !

(৯)

যবে, কাজল আঁধারে সুপ্ত জগত
শান্তি-শরণ মাগি' ;
নীরব নিথর নিখিল সংসার
আমি থাকি শুধু জাগি' ;

তোমা বিনে মাগো ঝরে দু'নয়ন,
কেহ নাই মোর আমি অশরণ'
শোক দীর্ণ হৃদে, খুঁজি চারি ভিতে,
ও রাঙা চরণ লাগি'।

ঝিল্লীর ঝঙ্কার পশিলে শ্রবণে
হৃদে মম এই জাগে,
তব, রাতুল চরণে মুখর-মঞ্জীর
বাজে মৃদু অনুরাগে ;—

অমনি পুলকে নেচে ওঠে প্রাণ,
পাতি পাতি করি, খুঁজি কত স্থান,
শূন্য চারিধার, নিবিড় আঁধার
আমি, কেবলি পড়ি গো ফাঁকি

(১০)

দেখা দিলিনে তারা !
ঘুরে ঘোর আঁধারে হ'লাম সারা।

ওমা, দুখে দহে তনু তোমারে চিনিনে,
অন্তরে আমার রহেছ গোপনে,
সন্ধান না জেনে খুঁজি কত স্থানে
পাগল পারা।

মা, মায়ায় মুগ্ধ ক'রে রেখেছ আমারে,
জান্‌তে তাই তোমারে পারিনে,
ওমা, মায়ের যত মায়া, জান্‌লাম গো অভয়া,
জ্ঞানের নয়ন দিয়া তার্‌লিনে ;—

মাগো, নারাণ দাসের ফাঁকি দিলি চরণ দু'টি
আকুল প্রাণে কত করি ছুটাছুটি,
আমায়, দিলিনা মা ছুটি আর কতদিন খাটি,
এভব কারা।

(১১)

কেগো, দয়াময়ী তুমি জননি!
সদা, স্নেহামৃত মাখা করুণা বিতরি'
তুষিছ দিবস-যামিনী।

মাগো, কোথা আছ কিছু জানিনি,
শুধু, শুনেছি শ্রবণে, দেখিনি নয়নে,
তুমিগো বিশ্ব ব্যাপিনী ;—

সদা, চোখের আড়ালে থাকিয়া,
যেন, ব'সে আছ কোলে করিয়া,
আমি, যখনি যা' চাই, পাই তব ঠাঁই,
কৃপণতা কিছু জাননি!

মাগো, নিদাঘে তোমার সমীরে,
ওগো, তাপিলে এতনু করে মা শীতল
শীত নাশে ভানু শিশিরে ;—

ওমা, প্রাবৃটে তব ঘন-দল,
দিয়ে বারিধারা আনে কত ফল,
তা'তে ক্ষুধা-তৃষা যায়, তবে কেন হায়,
নার'ণ তোমারে চেনেনি!

(১২)

ওমা হর রমা শ্যামা গুণ ধামা
আর গো লুকায়ে র'বি কোথায় ;
গেছে ধাঁধাঁ ঘোর, লুকোচুরি তোর
ধরিব এবার যা'বি যেথায়।

লুকা'তে মা যাস্ সুদূর গগনে,
ধরেফেলি তোর সুনীল বরণে,
অনিমিখ্ আঁখি, যদি চেয়ে থাকি,
হেসে উঠ তবে ক্ষণ প্রভায়।

জল কেলি ছলে জলেতে লুকালে,
ফুটে ওঠে তোর আঁখি শত দলে,
কেশরাশি দোলে, শৈবাল জালে,
নেচে চ'লে যাও বীচি মালায়।

কাননে লুকা'লে হেসে ওঠে ফুল,
তোমারি সুষমা হয় সমাকুল,
লুকাবার স্থল, কোথা' আছে বল্,
নারা'ণের হৃদে আয় মা আয়।

(১৩)

নিবিড়-পল্লব বটের তলে
পর্ণ-কুটীর মাঝে ;
দিক বসনা জননী আমার
হাসি হাসিমুখে রাজে।
তিনটি নয়ন সুধায় ঢালা,
ভালে করে আলো চাঁদের কলা,
গলে নরশির জবার মালা
দুলিছে হিয়ার মাঝে,
বরাভয় শির নিশিত অসি
চারি করে কিবা সাজে।
ফুল্ল কমল বিল্বদল আর
নবীন দুর্ব্বা দলে,
সচন্দন ওই রক্ত জবায়
অমল গঙ্গা জলে ;—
সাজানো মায়ের চরণ দু'টি,
কত যে মাধুরী উঠেছে ফুটি',
ওই রাঙা পায় আয়রে লুটি
আজ কি অন্য কাজে ;
শবরূপী শিব ধরেছে চরণ
হৃদয়-সরসিজে।

(১৪)

তুমি, নভোনীলিমায় সেজে গো শ্যামা
এলে গো গগন তলে ;
বলাকার পাঁতি নর শিরোহার
দুলিছে তোমার গলে।

কাজল মাখা সজল মেঘে,
চাঁচর চিকুর চরণে ঢাকে,
কিবা, চপলা চমকে অট্ট হাসি
নধর অধরে খেলে।

জলদের ভেরী বাজে গো তোমার
হুঙ্কারে কাঁপে ধরা,
আবার কেমন করুণা তব
ঝরে গো বৃষ্টি ধারা ;—

দিগ্‌বালা গণ করেছে সেবা,
লাল নব ঘন চরণে জবা
কিবা, ধবল মেঘের চামর সমীর
ঢুলায় কুতূহলে।

(১৫)

তারা, নিস্তার কর দুস্তরে মম
করুণা-বিন্দু দানিয়া ;
মম, শ্রান্ত জীবন লভুক বিরাম
চরণের ছায়া পাইয়া।
আমি, জানিনে বিষয় বিষের প্রভাবে
হারাতে হইবে চেতনা,
আমার, যতদিন যায় ততোই বাড়িছে
দারুণ প্রাণের যাতনা ;—
সদা, শেষের সে দিন ভাবিয়া,
আমি, মরমে মরিগো দহিয়া,
ওগো জানিনে কখন নিঠুর শমন
লইবে করেতে বাঁধিয়া।
আমি, নাজেনে নাশুনে করেছি কুকাজ
শেষে মনো ব্যথা পাই গো,
এবে, নাহিকো উপায় দু'টি রাঙা পায়
লয়েছি শরণ তাই গো ;—
তুমি, বিপদ-ভয় বারিণী,
এই, অকূল জলধি তারিণী,
তাই, নারাণ তোমায়, ডাকে অসময়
এসো মাগো কৃপা করিয়া।

(১৬)

মাগো, তোমার দুয়ারে দীনহীন ;
করুণ-নয়নে তার বহে বারি অনিবার
ভুখারী ভিখারী আহা
তনু খানি ক্ষীণ

ক্ষুৎপিপাসা ঘোরে হায়রে চলিতে নারে,
জীর্ণ শীর্ণ কায় কাঁপিছে থরথরে,
ক্ষুদ্র লাঠিটি ধ'রে, এসেছে আশা ক'রে ;
দারুণ বিষাদে তার বদন মলিন

ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ লাবণি হীন,
গৈরিক চীরবাস ক্ষীণ কটিতে লীন,
থেমে গেছে ওমা শ্যামা, সংসরে-সুখের বীণা,
তাই সে এসেছে আজ
পেয়ে শুভ-দিন

(১৭)

উষার আলোকে ভুবন ভাতিল
নিবিড় তিমির নাশিয়া ;
আমি অভাজন মোহের আঁধারে
মরি হরি শুধু কাঁদিয়া।

ওই, প্রভাত-সমীরে দুলিয়া,
কিবা, ফোটে বনফুল হাসিয়া,
হৃদয়-কুসুম ফুটিলনা মোর
তব শ্রীচরণ ছুঁইয়া।

কিবা, পুলকিত চিতে ধরি' তান,
ওই, শাখিশাখে পাখী করে গান,
সুখে জগজন ত্যজিয়া শয়ন
উঠিল হরষে জাগিয়া।

সুপ্ত মগন নারা'ণের মন
তব গুণগীতি ভুলিয়া।

(১৮)

ভেঙে গেছে ঘুম নয়নে লেগেছে আলো,
চেয়ে দেখি আমি চারিদিকে
সবই ভালো।

যামিনীর ঘোর আঁধার গিয়াছে চলি,'
তরুণ-অরুণ কিরণ উঠেছে জ্বলি,'

সকল দুঃখের অবসান আজি হ'ল
বিমল আলোকে হৃদয়
ভরিয়া এলো,

বিজন বিপিনে পাখীর বাসায় আজি,
মধুর ললিত রাগিণী উঠিল বাজি,'

এতদিনে বিষাদ টুটিয়া গেল
পাখীর গানে প্রাণ
সুর মিশায়ে নিল।

(১৯)

উষাকালে গাছের ডালে
পাতার কোলে কেরে পাখী ;
ফুল্ল প্রাণে মধুর তানে
গান করিস্ তুই থাকি' থাকি' ?

পাখীরে কা'র গুণগানে,
ভক্তি-ভরে আপন মনে,
ঢালিস্ সুধা বিজন বনে
হ'য়েরে কা'র অনুরাগী ?

যাঁর তরে তুই আপন হারা,
যাঁর সুরে তুই পাগল পারা,
সারা জীবন হস্‌রে সারা,
তিনি সেই কমল আঁখি ?

তিনি কি তোর ভাববাসে,
ডাক্‌লে কিরে কাছে আসে,
আমি তাঁরি আসার আশে
পথের পানে চেয়ে থাকি ?

(২০)

সকাল বেলা বিশ্বে যখন
আলোক এসে পড়ে ;
বন-বিহঙ্গ ললিত স্বরে
গায়গো আপন নীড়ে।
কুসুম গুলি ফোটে যখন,
গন্ধ-বিধুর বহে পবন,
মধুর লোভে পুলকভরে
মধুপ আসে উড়ে ;
তখন তুমি আস ঠাকুর
সোণার রথে চ'ড়ে।
সুপ্ত জগত জাগিয়া ওঠে
মধুর কলরোলে,
নীরব আমি থাকি সদা
ডুবে তিমির-তলে ;
প্রাণটি মম নিদ্রা-মগন,
বারেক কভু হয়না চেতন.
বজ্রনাদে ডাকগো তারে,
ভীষণ তীব্র ঝড়ে ;—
উড়াও গায়ের বসন খানি
ঘুম্‌টি যা'তে ছাড়ে।

(২১)

আমি, অলস নয়নে দেখিনু চাহিয়া
পোহা'য়ে গিয়াছে নিশি ;
বসুধার 'পরে আনিয়া কে দিল
উষার আলোক রাশি।

কেরে কেড়ে নিল চাঁদের হাসিটি,
কোকিলের কণ্ঠে বাজা'ল বাঁশিটি,
ফুটাইল ওকে কুসুম-কোরকে
দানিয়া মধুর হাসি।

কাহার আদেশে পূরব আকাশে,
কনকের ছবিখানি,
রতন-মুকুট পরিয়া মাথায়
আইলেন দিনমণি ;

কে বহা'য়ে দিল সুরভি-সমীর,
কেরে জুড়াইল ক্লান্ত শরীর,
কা'র এ বিধান, কে সে মতিমান,
ভেবে হ'ল মন উদাসী।

(২২)

কেন, সাধের স্বপন ভাঙিল আমার
কেন এ চেতনা এলো ;
আঁধার যামিনী ঊষার আলোকে
কেন গো প্রভাত হ'লো।

কেন পিকবধূ কূজিল কাননে,
কেন সুধা মধু ঢালিল শ্রবণে,
কেন পাখিকুল কাকলি নিস্বনে
সুপ্ত জগত জাগা'ল।

আমি গো সংসার যাতনা ভুলিয়া
স্বপনে জাগিয়া সুখে,
মুদিয়া দু'আঁখি চাহি' তোমা পানে
নীরবে মা বলি' মুখে ;—

ডাকিনু যেমনি অমনি যতনে,
আশীষিয়া কোলে লইলি নারা'ণে,
সে সুখ লহরী নীরস পরাণে,
উছলি' উঠিতে ছিল।

(২৩)

জীবন প্রভাতে আমি না জাগিতে
ফেলে কোথা চ'লে গিয়েছ ;
আধ ঘুম-ঘোরে ডেকেছি মা তোরে
ফিরে নাহি চেয়ে দেখেছ।

অশরণ শিশু কত যে কেঁদেছি,
বিয়োগ-বেদনা কত যে সহেছি,
মনে হয় হয়, পুনঃ হয় লয়,
স্মৃতিটুকু কেড়ে নিয়েছ।

কত যে সংসার খেলানা লইয়ে,
সম্মুখে আমার দিয়াছ ফেলিয়ে,
তাই নিয়ে খেলি, তোমারে মা ভুলি',
লুকায়ে তামাসা দেখিছ !

খেলিতে খেলিতে দিবা অবসানে,
চ'লেছি ছুটিয়া কাল-সিন্ধুপানে,
স্নেহে কোলে তুলে, নিলিনা মা ভুলে,
পাষাণে কি হিয়া বেঁধেছ !

(২৪)

তুমি তো মা এসেছিলে
রাতটি প্রভাত হ'তে
বাজিয়ে পায়ে সোণার নুপূর
মত্ত অলির গীতে।

মন্‌টি যখন যায়নি স'রে,
দেয়নি সাঁতার মোহের নীরে,
তখন তুমি পড়েছিলে
আমার নয়ন-পথে।

শিশির ভেজা কুসুম-দলে
কেমন হেসে ছিলে,
কোকিল-কণ্ঠে মধুর ছন্দে
কেমন গেয়ে গেলে ;—

আমি কি তা' ভুল্‌বো গো হায়,
কমল 'পরে সোণার ছায়ায়,
পা দু'খানি দুলে ছিল
বিকচ কোকনদে।

(২৫)

জাগিলে কি ওমা হর-মনোরমা
বিমল প্রভাত শুভ সময় ;
অমল কমল মুকুলিত আঁখি
মেলিলি তরুণ-অরুণ-ভায়।

তোমারি নিঃশ্বাস স্থরভি সমীর,
বিশ্ব ব্যাপিয়া বহিছে স্থধীর,
শিশির-সিক্ত ফুল্ল কুসুম
মৃদু হাসি তব জাগিছে তায়

দোলে তরুকুল মৃদুল বায়,
অলস অঙ্গ বিভঙ্গ তায়,
সুপ্তি বিগতে বিজড়িত বাণী
কোকিল কূজনে প্রকাশ পায়

তোমারি সোণার জ্যোতিটি লইয়ে,
আসিছে মিহির তিমির নাশিয়ে,
নিবিড় আঁধারে নারা'ণ ঘুমায়
জাগায়ে কেন মা দাওনা তায়।

(২৬)

মাগো, ডেকে ডেকে কত গেল সারাদিন
ডাক শুনে কেন এলিনা ;
তনয়ে ভুলিয়ে পাষাণী হইয়ে
কেমনে রহেছ বলনা।

ভবের বাজারে খেলিতে মা খেলা,
ক্রমে ক্রমে কেটে গেল সারা বেলা,
সহিতে নারি মা, ক্ষুধার এ জ্বালা,
কোলে নিয়ে খেতে দিলিনা।

বারেক আসিয়ে দেখনা মা চেয়ে,
কত কাদা ধূলো মেখেছি গো গায়ে,
নে মা কোলে তুলে ধোয়ায়ে মুছায়ে,
খেলিতে আর আমি যা'ব না।

হইয়ে প্রমত্ত ভবের খেলায়,
ভুলেও জননি ডাকিনে তোমায়,
অবোধ বালকে চাহি' করুণায়
ক্ষমা দে আর কাঁদায়ো না

(২৭)

দেখ্ মা শ্যামা সুন্দরি !
আমি অগাধ জলে ডুবে মরি।

মায়া-প্রভঞ্জন বহিছে প্রবল,
তনুতরী তাহে করে টলমল,
এবে মোহ-অন্ধকার, ঘিরিল আবার,
কেমনে তরি ?

মন-মাঝি ভয় পেয়ে, রইল, অবাক্ হ'য়ে,
ভক্তি-হালি আর ধরে না,
ওমা দাঁড়ি ছ'জন তারা সবাই পাগল পারা,
পারের উপায় কিছু হলনা ;—

ভবসিন্ধু-নীরে উঠ্‌লো তুফান্ ভারি,
ডুব্‌লো বুঝি আজ সাধের তনুতরী,
আমায় দে মা চরণ-তরী তরি ভববারি
(ওগো শঙ্করি) !

(২৮)

মাতৃ হীন বালকের মত
কাঁদ্‌ব কত রাত্রি দিনে ;
থাক্‌তে মা তোর মণিকোঠা
বাস করিগো বিজন বনে।

ভুবন ভ'রে বিলাস্ সুধা,
আমি কেবল সই মা ক্ষুধা,
পিপাসায় প্রাণ শুকিয়ে ওঠে
দিস্‌নে তো জল আমায় এনে।

জননি তোর ভবন ভরা
বসন-ভুষণ আছে কত,
দীন দরিদ্র তনয় এ তোর
পরে মলিন বস্ত্র যত ;—

কইতে কথা দুঃখে লাজে,
হিয়ায় আমার বজ্র বাজে;
এমনি ক'রে যাবে কি দিন
নিবিনে মা কোলে টেনে ?

(২৯)

মা বিনে আর জান্‌বে কেগো
সন্তানের এই মনের বেদন ;
কা'র কাছে দুখ জানা'ব মা,
জগতে কে আছে আপন ?

দেখ্‌ মা চেয়ে মুখের পানে'
কি জ্বালা যে জ্বল্‌ছে প্রাণে,
তো'বিনে আর দেখ্‌বে কেগো
কা'র বা আছে এমন নয়ন।

অশান্তিরই অগ্নি-শিখা
জ্বল্‌ছে ধু-ধূ চারি দিকে,
মধ্যে এ দীন তনয় মা তোর
মর্‌ছে পুড়ে দেখ্‌ মা চোখে ;—

দে মা ঢেলে শান্তি বারি,
আর যাতনা সইতে নারি,
থাক্‌তে মা তুই—তোর স্বমুখে
তোর তনয়ের যা'বে জীবন।

(৩০)

এ দীনের প্রতি করুণা তোমায়
হবেনা তা' জান্‌তে পেরেছি ;
ক্ষীণের গৌরব নাহি এ জগতে
আমি, আমা হতে তা' বেশ বুঝেছি।

রাজ পুত্রী তুমি রাজ রাজেশ্বরী,
আমি দীনহীন পথের ভিখারী,
পথে পথে ফিরি ঝরে আঁখি-বারি
রোদন কেবল সম্বল ক'রেছি।

মণিময় গৃহে সুরম্য শয়নে,
সুখে নিদ্রা যাও হরষিত মনে,
আমি এ জীবনে দুঃখের চরণে,
চির দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছি।

তোমারি মা, ভোগ্য সুস্বাদু সুপেয়,
ক্ষীর সর আদি খাদ্য অপ্রমেয়,
আমি মা ভিক্ষান্নে, এ দেহ ধারণে,
এ জীবনে শ্যামা অক্ষম হয়েছি।

(৩১)

কা'র মেয়ে মা ন্যাংটা হ'য়ে
শ্মশান ভূমে এলি ওমা ;
রুধিরে যায় অঙ্গ ভেসে
লক্‌লকে ঘোর লোল রসনা।

মরা-ছেলে মা কাণে গুঁজে,
নাচিস্ মড়ার বুকের মাঝে,
মড়ার হাত কোমরে সাজে
অলঙ্কার কি আর পেলি না ?

মেঘ জুটেছে এলো চুলে,
নর শিরের মালা গলে,
চাঁদের আলো জ্ব'ল্‌ছে ভালে
করে নিছিস্ কৃপাণ খানা।

নারা'ণ বলে দাঁড়াও কালী,
এনেছি এই জবার কলি,
রাঙা পায় তোর দিই গো তুলি'
নইলে মা ভালো সাজেনা।

(৩২)

শ্মশান যদি প্রিয় মা তোর ঘোর তিমিরে,
আয় মা আমার হৃদ্‌শ্মশানে করুণা ক'রে।

পাপানলে জ্বল্‌ছে চিতা পুণ্য-কুণপ পুড়্‌ছে গো তায়,
প্রবৃত্তি পিশাচের পাঁতি নিবৃত্তিরে ওই ছিঁড়ে খায়;
চিতার পাশে অধোমুখে,
ব'সে বিবেক কাঁদ্‌ছে দুখে,
শম দম এরা-দু'জন ভয় পেয়ে গিয়াছে স'রে।

মিথ্যা প্রবঞ্চনা আদি অস্থিপুঞ্জ চারি ধারে,
আশা-তৃষা কল্‌সী-কত ভগ্ন দশায় আছে পড়ে;—
রিপু ছটা লুব্ধ শৃগাল,
মুগ্ধ হ'য়ে ঘুর্‌ছে কেবল,
কু-আশা শকুন্ত গুলো উড়ে উড়ে বস্‌ছে ধীরে।

জ্ঞান-চন্দ্রমার নাইকো আলো মনাকাশে অমানিশা,
অবিদ্যা অন্ধ তিমিরে পূর্ণিত মা এ দশ দিশা:—
ক্ষিতি অপ্‌ তেজ শূন্য মরুত,
জাগায় শ্মাশান এ পঞ্চভূত,
ভূতের মাঝে একলা আমি ডাক্‌ছি গো মা বারে বারে।

(৩৩)

কিবা, নীল নীরজ নিন্দি' শ্যামা
হর-হৃদে বামা কেরে ;
নরশিরো হার দুলিছে গলে
পড়িছে রুধির ঝ'রে।

বসন বিহীনা করাল মুখী,
বিলোল রসনা ত্রিতয় আঁখি,
বরাভয়-শির-শাণিত অসি
শোভিছে চারিটি করে।

চাঁচর চিকুর চরণ চুমে
সজল জলদ নিন্দে,
গুঞ্জরি' অলি পড়িছে লুটি',
যুগল পদারবিন্দে ; —
নাশিয়া নিবিড় তিমির কালো,

শব-নিকেতন করেছে আলো
চৌদিকে ঘিরে ডাকে শিবাকুল
বিপুল পুলক ভরে।
(কালী) ।

(৩৪)

কিবা, শ্বেত সরোজ আসন চারু
পাতিয়া চিতার মাঝে ;
দাঁড়ালে তা'তে নীল বরণী
ভালে শশিকলা রাজে ।
ভুজগ যুত জটাটি শিরে,
গলে শিরোহার দুলিছে ধীরে,
শার্দ্দুল ছাল কটির 'পরে
চরণে নুপূর বাজে ;
মঞ্জীর রবে গুঞ্জন গীতি
ভুলিল অলি লাজে ।
কৃপাণ-কাতি রজত ভ্যাতি
কপাল-কমল করে,
দশন-পাতি-কুন্দ জ্যোতি
হাসিতে তিমির হরে ;—
লোল রসনা লোহিত বরণ,
কাজল লেখা ত্রিতয় নয়ন,
রতন-খচিত বিবিধ ভূষণ
বর বপু খানি সাজে,
তুমি, তারা নীল সরস্বতী তন্ত্রে তোমায় পূজে ।
(তারা) ।

(৩৫)

পঞ্চ প্রেতের মঞ্চ 'পরি
মহেশ-নাভি কমল-দলে ;
কেগো রমণী হেমবরণী
গন্ধ-বিধুর সমীরে দোলে।

পরিহিত লাল দুকূল বসন,
মণিময় কতো অঙ্গে ভূষণ,
কাজলে উজল তিনটি নয়ন
চুমিছে চরণ চিকুর জালে।

অঙ্কুশ-পাশ-শর-শরাসন
চারি করে মরি শোভিছে কিবা,
হাসিভরা মুখ ভুবন মোহন
শরত শশীর হয়েছে শোভা ;—

লাক্ষা লেখায় চরণ-যুগল,
ফুটে আছে যেন রক্ত কমল,
ঝাঁকে ঝাঁকে ওই ক্ষুধায় চপল
পড়িছে লুটিয়া মধুপ-কুলে।

(ষোড়শী)।

(৩৬)

ফুল্ল কমলে কে বামা দোলে
তরুণ-অরুণ-ভায় ;
দুকূল বসন আঁচল খানি
দুলিছে মৃদুল বায়।

নধর অধরে মধুর হাসি,
উছলি' পড়িছে পীযূষ রাশি,
করুণা-হিলোলে তিন্‌টি আঁখি
ঢুলু ঢুলু করে হায়।

অঙ্কুশ-পাশ-অভয়-বরে,
শোভা করে কিবা চারিটি করে,
গলে দলমল মুকুতা-হারে
তড়িত লুকাতে চায়।

পরশে চরণ চিকুর আসি',
ভালে বসি' হাসে বিমল শশী,
ভুবন ভরিল রূপের রাশি
আঁধারে আলোকময়।
(ভুবনেশ্বরী)।

(৩৭)

তরুণ অরুণ কিরণ-ভাসে,
কে বামা গহন তিমির নাশে,
মধুর অধর, জন মনোহর,
পীযূষ জড়িত হাসি বিকাশে।

ত্রিনয়ন রবি-ইন্দু-দহন,
কটিতে রক্ত দুকূল বসন,
বরাভয়-জ্ঞান মুদ্রা মোহন,
জপমালা চারি করে বিলাসে।

গলিত চারু চিকুর জাল,
পরশিছে ওই চরণ-তল,
শ্রীপদ-যুগল, বিকচ কমল,
ভ্রমে অলিকুল মধু পিয়াসে।

নর-শিরোহার দুলিছে গলে,
শিশু শশধর উজলে ভালে,
রজত-শুভ্র কিরণ জালে
সারা ধরা খানি হরষে হাসে।

(ভৈরবী)।

(৩৮)

বিকচ ধবল কমল-কোষে
ত্রিকোণ মণ্ডল মাঝেরে ;
কাহার কামিনী কৃপাণ পাণি
কনক বরণী রাজে রে।
কঙ্কাল আর কপাল-মালা
কণ্ঠে কেমন বাজে রে ।

রতি—রতিপতি কৌতূহলে,
সুরতে নিরত চরণ তলে,
নিলাজ রমণী বসন ফেলে
লাজ দিল আজ লাজে রে ;
সাপের পইতা বুকের 'পরে
ফণ্ ফণ্ ফণ্ গাজে রে।

আপনার মাথা আপনি কাটি'
ধরেছে আপন হাতে,
ত্রিধারে বহিতে শোণিত ধারা
ছিন্ন কণ্ঠ হ'তে ;—

ডাকিনী বর্ণিনী দুইটি মেয়ে,
দুই ধারা তারা দু'জনে পিয়ে,
আর এক ধারা আপনি নিয়ে
পান করে কোন্ কাজে রে ;
তপন-দহন-চন্দ্র চারু
তিন্‌টি নয়ন মুদে রে।
(ছিন্নমস্তা)।

(৯)

কিবা কাঞ্চন জিনি মূরতি খানি
কে বামা কমল 'পরে ;
পরিহিত পীত দুকূল শাটী
অরুণ-কিরণ ঝরে।

জলদ পটল করিয়া তুচ্ছ,
লম্বিত চারু চিকুর গুচ্ছ,
কুচ যুগ হৃদে সুপীন উচ্চ
শোভিছে মুকুতা হারে।

করে ল'য়ে গদা—কুলিশ-পাশ
রোষ-কষায়িত নেত্রে,
সবলে দৈত্য রসনা ধরি'
মুদ্গর হানে গাত্রে ;—

শিরে শোভে চূড়া ভুবন মোহন,
মণিময় কত অঙ্গে ভূষণ,
কোকনদ জিত যুগল-চরণ
মানস-তিমির হরে।
(বগলামুখি।)

(৪০)

বায়স-শেখর রথের 'পরে
কে বামা তুমি শুভ্রকেশা ;
সব্যকরে সূর্পখানি
কলহ-কঠিন নিরস ভাষা।

ন্যুব্জ দেহটি ধূসর বরণ,
কোটর বিগত তিন্‌টি নয়ন,
পতিহীনা নারী বিরল দশন
ক্ষুধাতুরা ক্ষীণা মলিন-বাসা।

হেরিয়ে তোমার মূরতি খানি
ভয় পেয়ে কেঁপে উঠিছে হৃদি,
ভীষণা রমণী চলিতে কাহায়
বল বল তুমি এসেছ ক্ষিতি ;—

কহগো তোমার চরণ মূলে,
কা'র মনোজবা প'ড়েছে ঢ'লে,
কে আছে এমন এ মহীতলে
পূরায়েছ কা'র প্রাণের আশা।

(ধূমাবতী)।

(৪১)

রতন-খচিত আসন 'পরে
কে বামা তুমি তিমির হরা ;
অনুপমা শ্যামা রূপের ছটায়
ভরিয়া গেছে নিখিল ধরা।

কুঞ্চিত কেশ জলদ জিনি,
রুধির-রুচি বসন খানি,
বিম্বাধরে মন্দ মধুর
হাসির শোভা পীযূষ ভরা।

অঙ্কুশ-পাশ-চর্ম্ম-অসি
চারিটি করে করেছে শোভা,
তপন-দহন বিমল-বিধু
তিন্‌টি নয়ন ঢুলিছে কিবা ;—

আল্‌তা-মাথা চরণ দু'টি,
রক্ত কমল রয়েছে ফুটি'
মত্ত মধুপ ওইরে ছুটি'
পড়িছে লুটি' আপন হারা

(মাতঙ্গী)

(৪২)

লাল ললিত কমলে কেরে
বিরাজে বামা কনকাভায় ;
লাল দুকূল অঞ্চল চারু
চঞ্চল মৃদু মধুর বায়।

মঞ্জু মধুর নূপুর যুত,
লাল প্রবাল রঞ্জিত পদ,
লোলুপ অলি গুঞ্জন রত,
মরি মরি কিবা শোভিছে তায়।

সনাল দু'টি লোহিত কমল,
বর-অভয়ে শোভে করতল,
চপল-চূড়া শিরে ঝলমল,
দলমল মণিমালা গলায়।

করেণু কেমন হরষে ধীরে,
অমিয়-ধারাটি বরষে শিরে,
ত্রিনয়না মা করুণা-ভরে,
পুলক পলকে সঘনে চায়।

(কমলাত্মিকা)।

তৃতীয় স্তবক

(১)

আজি কালি করি' গত কত দিন
নিয়তি ঘনায় কাছে ;
নির্ভীক তুমি বুক্‌টি ফুলা'য়ে
ব'সে আছ কোন্ লাজে।

ক্ষীণ আলোক জীবন-প্রদীপ,
হৃদয়ের কোণে জ্বলে টীপ্ টীপ্,
বাহির হইয়া পড় গো এবার
বিদায় বাজনা বাজে।

দূরে টেনে ফেল সাধের খেলানা
সোণা-দানা, টাকা-কড়ি.
বসন-ভূষণ প্রিয় পরিজন
সখের রঙীন বাড়ী ;—

আশার নেশায় বিভোর হইয়ে,
থেকোনা গো আর বাসনায় ল'য়ে.
পারের সম্বল লও গুছাইয়ে
ভজ সদা ব্রজ-রাজে।

(২)

ফাঁকি দিয়ে ক'দিন যা'বে
পড়্‌বি ধরা শেষে ;
এই কথাটি একটি দিনও
ভাব্‌লি না তো ব'সে

দিনে দিনে দিন যে গেল,
মরণ রে তোর ঘনিয়ে এলো,
আশার বাসা ভগ্ন হ'লো
পড়্‌ছে ক্রমে খ'সে।

জানবি সেদিন, বুঝ্‌বি সেদিন
যে দিন দিনের শেষে,
শমনের দূত রোষের ভরে
ধর্‌বে রে তোর কেশে ;—

সকল ফাঁকি, সকল চুরি,
সারা জীবনের ছল চাতুরী,
এক নিমেষে দণ্ডধারী
নেবেন হিসাব কষে।

(৩)

আর কেন মন রহেছ ব’সে ;
অবসান বেলা, ভেঙে ভব-খেলা,
আয় এই বেলা যাইরে দেশে।

খেলার সাথী যা’রা গেল তা’রা চলে,
ভাসিছ একাকী সদা আঁখি-জলে,
কা’র পানে চাও, কি দুখ জানাও,
আপন সেরে লও আপন বশে।

পাঁচের বোঝা পাঁচে দাওনা বিলায়ে,
বিদেশীর বেশ ফেলরে খুলিয়ে,
নিজ-পথ চেয়ে, চলনা মন ধেয়ে,
শ্যামা-গুণ গেয়ে দিবস শেষে।

নিবিড় আঁধার সম্মুখে তোমার,
ঘিরে এলো ওই দেখনা এবার,
নাহিরে সময়, ডাক শ্যামা মায়,
যাঁর কৃপায় ভব-তিমির নাশে।

(৪)

মন রে চল ত্বরিতে;
যদি ভব-নদী পারি তরিতে।

সংসার-সাগরে মায়ার সলিলে,
ভাসি কাল-স্রোতে মোহের হিলোলে,
সম্মুখে শমন, কুম্ভীর ভীষণ,
আসে গ্রাসিতে।

কালী নাম এই বেলা, বক্ষে বেঁধে ভেলা,
সাধন-সাঁতার দিয়ে ভাসিরে;
হরহৃদ্-সাগরে ভাস্‌ছে ধীরে ধীরে
শ্যামার চরণ-তরী চল ধরিরে;—

ভক্তি-রজ্জু দিয়ে বেঁধে তরী খানি,
চলরে মন আগে হৃদি-ঘাটে আনি,
নারা'ণ দাসে রটে, তবেই যাওয়া ঘটে
ভব-পারেতে।

(৫)

ভাসাও জীবন-তরী নাহিকো বেলা ;
ধীরে চ'লে যায় কাল-লহর-মালা ।

ভবের খেলানা গুলি, পেয়ে কেন আছ ভুলি,'
অাঁধার আসিছে নেমে
ছাড়রে খেলা !

তুলি' বৈরাগ্যের পাল, ধরিয়া বিবেক-হা'ল.
সাজরে মানব-মাঝি
করোনা হেলা ।

কালী নামে সারি গেয়ে, সাবধানে চল বেয়ে,
মোহাবর্ত্তে প'ড়ে যেন
হয়োনা ভোলা ।

কে যেন বলিছে ওরে, কেমনে যা'বে ওপারে,
বহিলে নিয়তি-ঝড়
তাল বেতালা ।

(৬)

আজ, হিয়া কাঁপে থর থর
ভিজি' শিশিরে ;
পিছন থেকে কে আমারে
ডাকে বাহিরে ।
নীহার-জলে ভিজেগো এসে,
দাঁড়িয়ে আছি চরণ-পাশে,
একটুকু স্থান তোমার বাসে
দেবে কি মোরে ?
ওগো আমার মত এমন দুখী
নাহি সংসারে ।

তুষার মাখা উতল বায়ু
লাগ্‌ছে এসে গায়,
রুদ্ধ হ'লো শ্বাসের গতি
বাঁচা বিষম দায় ;—
আছিল যা' বসন-ভূষণ
দস্যুতে তা' করলে হরণ,
নিকট হয়ে এলো মরণ
যাবো কি ম'রে ?
আজ, তুমি গো যদি বাঁচাও মোরে,
করুণা ক'রে ।

(৭)

মন,—

পারে যাবে যদি এসো ত্বরা করি'
রত কেন মিছে কাজে ;
বিলম্বে তোমার ঘিরিবে আঁধার
কিবা ফল কাল-ব্যাজে।

মোহ-মদে আছ বিভোর হইয়ে,
অবসান বেলা দেখনা চাহিয়ে,
অকূল পাথায় হ'তে হ'বে পার
এই বার এস সেজে।

এখনো গগনে আসেনি সন্ধ্যা
সূর্য্য বসেনি পাটে,
আলোকে পুলকে চল হেথা থেকে ;—
যাই সেই খেয়া ঘাটে ;—

বদন ভরিয়ে হরি বোল ব'লে,
কলুষ-কালিমা দাও ধুয়ে ফেলে,
বিবেক-বিভূতি মাখি' সব গায়ে।
সাজরে ভিখারী সাজে।

(৮)

যেতেই হবে কিন্তু আমায়
পথ যে আজানা ;
সেই পথে যে নিয়ে য'াবে
সে ওতো অচেনা !

সেই অচেনায় চিন্‌ব কিসে,
খুঁজ্‌ব কোথা পাইনে দিশে ;
হয়ত তাঁরে দিনের শেষে
নাগাল পাবনা।

যেতে হবে সাগর পারে
পারের কড়ি নাই,
রিক্ত হস্তে তরীতে কি
দেবেন আমায় ঠাঁই ?

নামিয়ে বোঝা নদীর কূলে,
কাঁদ্‌ব কিগো চোখের জলে,
দয়াল মাঝি পার ক'রে কি
আমায় নেবেন না ?

(৯)

হাসি-কান্নার ব্যবসা খুলে
এসেছিলাম ভবের হাটে ;
লাভের কথা থাকুক্ দূরে
আসল কড়ি নাইকো মোটে ।

রিক্ত হস্তে এলাম ফিরে,
কি নিয়ে বা যাইগো ঘরে,
যা'ছিল সব নিল হ'রে
হাটের ক'জন দস্যু জুটে

দয়াল মাঝি ভিড়িয়ে তরী,
বল্‌ছে ডেকে মুখ্‌টি ফিরি,'
"ছাড়্‌ব তরী নাইকো দেরি
দেখ্‌রে রবি ব'স্‌ল পাটে ।"

যাত্রী কতো মাশুল দিয়ে,
চাপ্‌ল তারা তরীয় গিয়ে,
রইনু আমি অবাক্ হ'য়ে
অকূল নদী পারের ঘাটে ।

(১০)

গগনে গভীর মেঘ
ঘোর আঁধারে ;
অবিরল ঝরে জল
মূষল-ধারে ।

নদী ধায় তর তর,
হিয়া কাঁপে থর থর,
তরীখানি বাঁধা মোর
আছে কিনারে ।

কে যেন হাঁকিয়া যায়
মাথার 'পরে,
"ভয় নাই ভয় নাই
যেয়োনা স'রে ;—

তোমার তরণী খানি,
ভরেছ পুণ্যের মণি,
আপনি ভাসিয়া যা'বে
সাগর-পারে ।"

(১১)

তুমি, দাঁড়িয়ে একা ভাব্‌ছ কি আর
নদীর কিনারে :
ডুব্‌ল বেলা ডাক্‌ এই বেলা
দয়াল মাঝিরে।

অপার নদী উথল ধ'রে,
ঢেউ চ'লেছে ঢেউয়ের 'পরে,
তরী বিনা কেমন ক'রে,
যা'বে ও পারে।

যা' আছে সব বুকের বোঝা,
নাবিয়ে এবারে,
কোন্‌ দিক্‌ পানে যেতে হ'বে
নাওনা ঠিক্‌ ক'রে;—

ব'সনা গিয়ে তরীর 'পরে,
মাঝির দু'টি পায়ের ধারে,
ভবের নেয়ে স্নেহের ভরে
দেবে পার ক'রে।

(১২)

ভেঙেছে ভবের খেলা
বেলা নাই গগনে;
উঠেছে প্রবল ঝড়
বজ্র হাঁকে সঘনে।
অপার নদীর কূলে,
একাকী এসেছি চ'লে,
কোথায় কাণ্ডারী মম
তরী কোথা কে জানে!
উত্তাল-তরঙ্গ-মাঝে
পার হ'ব কেমনে।
আকাশে নিবিড় মেঘ
দামিনী ছুটিছে তায়,
হিয়া কাঁপে দুর্ দুর
নয়ন ধাঁধিয়া যায়;—
দৃষ্টি নাহি চলে আর,
অন্ধকার চারি ধার,
অবিরল ঝরে জল
খরতর শ্রাবণে,
কোথাহে দিনান-বন্ধু
রাখ দীনে চরণে।

(১৩)

যে দিন আমার সাঙ্গ হ'বে
সকল ভবের খেলা ;
বাজ্‌বে না আর জীবন-বীণা
নীরব সাঁঝের বেলা ।

আস্‌বে যে দিন আঁধার হ'য়ে,
দৃষ্টি হারা থাক্‌ব চেয়ে,
কইতে কথা সাথীর সাথে
ফুট্‌বেনা আর গলা ।

সারা জীবনের আয়োজন
যে দিন ফেলে যা'ব,
বসন-ভূষণ রবেনা মোর
উলঙ্গ বেশ হ'ব ; –

পার-ঘাটেতে যে দিন গিয়ে,
ডাক্‌ব আমি ভবের নেয়ে,
পার ক'রো দীন নারা'ণ দাসে
ক'রোনা নাথ হেলা ।

(১৪)

নীরব এ বীণা খানি লয়ে যাও গোপনে;
বাজাইয়ো হে সুহৃদ্ বসি' একা বিজনে।

কতো যে আঘাত পেয়ে,
কতোই বেদনা স'য়ে,
রেখেছিলাম এতো দিন হৃদে ধরি' যতনে;
বাজেনা রাগিণী তার—হরে নিল মরণে।

ভেঙেছে ভবের খেলা
সব আশা টুটেছে,
সকল সঞ্চিত মম
ধূলি 'পরে লুটেছে :—

বুঝিলাম এই বার,
নাহি কেহ আপনার
এক মাত্র আছ তুমি এ দীনের ভুবনে,
আগে তা' জানিনে সখা সংসারের স্বপনে।

(১৫)

আমার, আসা যাওয়া সয়না মা প্রাণে,
ওগো, দীন পেয়ে দুখ দিলি কতো
বল্‌বো বল্ মা কার সনে।

পাঠিয়ে দিস্ মা ভবের মাঝ,
সাত গোলেতে কাল কেটে যায়
ভুলি আপন কাজ,

হেথায় পরকে নিয়ে আপন ভাবি
ভাবিনে আপন জনে।
ভবের হাটে আর তো বেলা নাই
এখন মনে হ'লো দেশের কথা
কেমন ক'রে যাই ;—

আমি গেলে এবার আস্‌বো না আর
মিশিয়ে র'বো চরণে।

(১৬)

চল রে সবে চল যাই সাজিয়া আজি
সুবিমল জ্যোৎসনা-ধবল রাতে ;
দস্যুভয় আর নাহি কিছু কোনো খানে
আলে কময় সেই বিজন রাজপথে।

রজত-শুভ্র-চন্দ্রমা-কিরণে আজি,
পুষ্পিত পাদপ-কুল দাঁড়ায়েছে সাজি,
রজনীর সুশীতল নির্ম্মল আলোকে
গাহে পিককুল বিপুল-পুলকে মেতে ।

জনতা বিহীন সেই শান্তিময় পথ
নীরব নিশীথ গভীর যামিনী যোগে.
স্নিগ্ধ শীতল সুরভি সমীর আজি
আনন্দে বহিয়া যায় মৃদু মন্দ বেগে ;—

বাঁধি' খেয়া ঘাটে পারের তরণী আনি,'
বাজা'য়ে মধুর মোহন বাঁশরী খানি,
ওইরে ডাকিছে দয়াল কাণ্ডারী মম
এ শুভ লগনে ভব-সিন্ধু পারে যেতে।

বিবিধ-সঙ্গীত

(১৭)

সেই, ফুল্ল নলিন তুল্য বদন
মধুমাখা মৃদু হাসিরে,
জাগে সতত হৃদি-কন্দরে
মরমে মরমে পশি'রে।

বিমল প্রেম করুণা-মাখা,
আয়ত-আঁখি কাজল-লেখা,
মনে হয় শুধু নাহি কো দেখা,
আমি তারে ভালো বাসিরে।

স্বপনে কিবা জাগিয়া থাকি,
নীরব রবে সতত ডাকি,
জনমের মত দিয়ে সে ফাঁকি,
রেখে গেছে প্রেম-ফাঁসি রে।

(১৮)

তোমায় আমি ডাকি সদা
বিজন ঘরে বসি' ;
কোন্ সুদূরে থাক তুমি
দাওনা দেখা আসি' ।

গাঁথিয়ে বন ফুলের মালা,
তোমার তরে সাজাই ডালা,
তো'বিনে হে চিকণ কালা'
সব গুলি হয় বাসি

কতো সাধের চুয়া-চন্দন
সোণার বাটি ভ'রে
তোমায় দিতে হে প্রিয় মোর
রাখি যতন ক'রে ;—

এসোনা তুমি বারেক তরে,
ভাসাও শুধু বিষাদ-নীরে,
তবে হে কেন এমন ক'রে,
বাজাও প্রাণে বাঁশী ।

(১৯)

প্রভাত সমীরে পড়েছে ঝরিয়া
শিশির মাখিয়া শেফালি ফুল ;
আয়লো সরলে আয় কুতূহলে
কুড়াইয়ে লই ভ'রে দুকূল।

আর কতো ফুল ফুটিয়াছে ওই,
দু'জনে মিলিয়া আয় তুলে লই,
মনোমত করি' সাজা'ব কবরী,
উড়িয়া পড়িবে মধুপকুল।

তব গাঁথা মালা আমি লো পরিব,
আমি তুলি' ফুল তোমারে সাজা'ব,
আর কারু কাছে, যাওয়া সে যে মিছে,
তারা, ভাল বাসা টুকু করে লো ভুল।

বকুলের তলে বসিয়া বিজনে.
সারা বেলা আয় খেলিলো দু'জনে,
পাখীরা গাহিবে, শ্রবণ জুড়া'বে,
নারা'ণ বলে সে পীযূষ-তুল।

(২০)

আকাশে সাঁঝের রবি ওইলো ডুবে যায়,
চল যাই সবাই মিলে আনি গে তুলে
কুসুম-কুলে আধফুটো বেলায়।

শ্যামল ছায়া ধরার বুকে হাত বুলায়ে যায়
তপ্ত তনু জুড়ায় সুখে
মৃদু মধুর বায়;—

আঁধিয়ারে ডুব্‌বে ধরা আয়লো চ'লে আয়
বেছে বেছে তুল্‌ব কুসুম
কাঁদিয়ে অলি রায়।

তুল্‌বনা লো গোলাপ-কলি
কাঁটা ফোটে গায়,
সাধের চাঁপা পাতায় ঢাকা
উঁচু ডালে রয়;

কুড়াব কুচল বকুল ঝরে মেদুল বায়
গাঁথ্‌ব তায় মোহন মালা
নারা'ণ যে'টি চায়।

(২১)

এলে কে তুমি নিশীথ রাণি
গভীর জোছনায় ;
রজত-শুভ্র মাধুরী তব
ফেন ফুটিছে তায় !
নভো নীলিমার দুকূল খানি,
পরেছ আজি চারু হাসিনী.
তারকা রাজি মণির মালা
কণ্ঠে শোভা পায়,
কপালে টিপ্ চাঁদের কলা
পুলক ভরে চায়,
বিজন বনে বায়ব বেণু
বাজিয়ে আপন মনে,
কোকিল-কণ্ঠে গাইছ গীতি
মন্দ মধুর তানে ;—
বন বিটপীর কুসুম-রাশি
শিহরি' উঠি পড়িছে খসি',
গন্ধ-বিধুর সমীর আসি'
ব্যজন করে গায়,
ফুল্ল কুমুদ হরষে হাসি'
লুটিয়ে পড়ে পায় !

(২২)

সুনীল গগনে শশী
পুলক ভরা,
কৌমুদী-কিরণে হাসে
সারাটি ধরা।
ফুলল বকুল-ডালে,
পিককুল কুহু বলে,
কাকলি-কল্লোলে ঢালে
অমিয়-ধারা।
শান্ত সরসীর কোলে,
মৃদুল হিলোলে দুলে,
ঘুমায় কমল-বালা
আপন হারা।
নাহি আর কোলাহল,
নিশুতি ধরণী-তল,
নিথর জীবন-মন
শান্তি ঘেরা।
বাজায়ে ভকতি-বীণ,
গাওরে নারা'ণ দীন,
জয় দীন দয়াময়ী
জয় মা তারা!

(২)

শান্ত সরল কান্ত কোমল
বিমল ধবল ভাতিরে ;
খেলে শারদ নীল অম্বরে
পুলক-পূরিত মতিরে।

অবনী-অঙ্গ অমিয় মাখা,
বিশদ-শুভ্র-জোছনা ঢাকা,
সরসী নীরে করেছে শোভা
ফুল্ল কুমুদ-পাঁতিরে।

সুখদা শুভ যামিনী যোগে,
হর্ষে হৃদয় উঠিছে জেগে,
বিজনে একা বসিয়ে নারা'ণ
গাও বিভুগুণ গীতি রে।

(২৪)

প্রেমের খেলা দেখ্‌বি যদি আয় ;
গভীর নিশি প্রেমিক শশী
হাস্‌ছে নীল আকাশের গায়।

তারা হাসে সুখে ভাসে প্রেমের তুফান বয়,
প্রেমের ভরে সোহাগ ক'রে
আনন্দে খেলায়,
ঝিক্‌মিকে মুখখানি দেখায় ;—
চাঁদের সনে লুকোচুরি ছুটে মেঘের আড়ে যায়।

সুহাসিনী কুমুদিনী সরসীর কোলে,
ফুল্লমনে শশীর পানে
চায় আঁখি মেলে,
সরমের ঘোম্‌টাটি খুলে ;—
প্রেমের কথা নীরব ভাষায় প্রেমিক চাঁদের
কাছে কয়।

(২৫)

শ্যামল ছায়ায় ফুর্‌ফুরে বায়
বাদল এলো ঘিরে ;
তপ্ত হৃদয় সুধার ধারায়
শান্ত শীতল ক'রে।

নিদাঘের সে উষ্ণ হাওয়া,
উড়িয়ে ধূলি ব'য়ে যাওয়া,
নাই আর এখন মৃদুল পবন
বইছে ধীরে ধীরে।

স্নিগ্ধ সবার মনপ্রাণ আজ
স্নিগ্ধ জগত খানি
রিমি ঝিমি বৃষ্টি ঝরে
লুকিয়ে দিনমণি ;

ভাঙা মেঘের আড়াল কেটে,
রবির আলো প'ড়্‌ল ছুটে,
রাম ধনুটি আকাশ পটে
আঁকিয়া শীরক-নীরে।

(২৬)

সুখের শরত এসেছে আজি
হাসিছে ভুবন হরষে ;
বরষা বাদল জলধর-দল
স'রে গেছে তাই তরাসে।

নিরমল নীল আকাশ-তলে,
তারকা-নিকর পুলকে খেলে,
জ্যোনাকির দীপ পাদপ-দলে
জ্বলিছে রজত-আভাসে।

অমিয় মাখানো মোহন ছাঁদ,
পরম পুলকে হাসিছে চাঁদ,
কুমুদ বালার সকল বিষাদ
ঘুচিল প্রেমের বাতাসে।

শীতল শিশির মাখিয়া গায়,
নাচে তরুকুল মৃদুল বায়,
নব ফোটা ফুল হাসিয়া চায়
ভ'রে গেল দিক্ সুবাসে ;
গুন্ গুন রবে মধুপ ধায়
মধুর মধুর পিয়াসে।

(২৭)

কিবা, নীল দুকূল আঁচল খানি
উড়ায়ে আকাশ পথে ;
তুমি, এলেগো আবার শরত-রাণী
ধবল মেঘের রথে।

কবরী সাজানো তারার ফুলে,
কপালে চাঁদের টীপ্‌টি জ্বলে,
মরি, হাসি হাসি মুখ পুলক-ভরা
বিমল জ্যোছনা পাতে।

দূরে রাখি রথ আইলে নেমে
মৃদুল চরণ পেতে,
কিবা, পাতিলে আসন ভূলোকে আজি
হরিত ধানের ক্ষেতে ;—

তুমি, কমলের বাসি মালাটি ফেলে,
কুমুদের মালা আদরে নিলে,
কিবা, কাশ-কুসুমের শুভ্র চামর
ঢুলা'য়ে আপন হাতে।

(২৮)

নিরিবিলি ঘুমায় জগত
নিশীথ কালে ;
সুখী দুখী শান্ত সবাই
আপনায় ভুলে।
আকাশের ওই সুনীল পটে,
তারাগুলি আছে ফুটে
মাঝে মাঝে আবার কেমন
স’রে গিয়ে বস্‌ছে ছুটে ;—
স্নিগ্ধ শীতল সুধার রাশি
রজত মাখা চাঁদের হাসি
দেখ্‌লে যে মন হয় গো খুসি
প্রাণটি আমার যায় গো গলে।
তটিনীর নীল বিমল জলে,
ফুটেছে গো কুমুদ-কলি,
ভাঙা ভাঙা ঢেউগুলি তায়
দোলদিয়ে ওই কর্‌ছে কেলি :—
কে তুমি গো শিল্পচতুর,
সাজিয়েছ এ শোভা মধুর,
বড় আশা দেখ্‌বো তোমায়
এস একবার হৃদ্‌কমলে।

আগমনী-সঙ্গীত

(২৯)

গিরিবর হে ধরি চরণে,
নয়ন-তারা তারা ধনে
এনে দেখাও ভবনে।

আইল শরৎ উল্লাসে,
গিরি যাও গিরিশ-বাসে
সাদরে শঙ্করে তুষে
আন আমায় উমা-ধনে।

ফুটিল স্থল কমল
কুমুদ-কহ্লার-দল
হেরে জীবন চঞ্চল
চঞ্চলারি কারণে;

ত্বরায় যাও করি মিনতি,
কাল হ'বে সপ্তমী তিথি,
পথের পানে চেয়ে সতী
আছে আকুল-নয়নে।

(৩১)

গিরি. উমারে আনিবে কবে ?
যাও হে ত্বরায় আনগে উমায়
তুষিয়া সে ভব-ধবে।

স্বপনে দেখেছি তারা,
আসিয়াছে ভব-দারা,
হাসিতে হাসিতেকেশরী হইতে
আইল যেন নেবে।

পরাণে সহিব কত,
না হেরে উমায় আকুল হৃদয়
তুমি নাথ বোঝনাত ;—
এলে সতী ধন জুড়া'বে জীবন
দুখানল যা'বে নিবে।

(৩২)

গিরি, উমা আমার এবার এলে ;
নিতে যদি হর, আসে গো আবার,
পাঠা'ব না জীবন গেলে।

শুনতে পাই শিবের গৃহে অন্ন নাই,
দেশে দেশে ভিক্ষা মাগে গো সদাই,
তৈল বিনে ক্ষেপা অঙ্গে মাখে ছাই
জটা ধরিয়াছে চুলে।

প্রাণের প্রতিমা স্বর্ণ লতা উমা,
মায়ের নাকি আর নাহি সে সুষমা,
আন্নাভাবে গৌরী হয়েছে কালিমা
থাকে সদা বিল্ব-মূলে ;—

ওগো শৈলরাজ এ সকল শুনে,
কত বল আর সয়গো মায়ের প্রাণে,
তনয়ার বেদন জানে কি সেজন
যেজন করেনি কোলে।

(৩৩)

উমে ! যাবে হিমালয়,
হিমাংশু বদনী আজি
ত্যজিয়ে আমায় ?

যাইবে গিরি-ভবন,
কেমনে ধরি জীবন,
প্রাণময়ী কেন হেন,
কঠিন হৃদয় !

গেলে তুমি শৈলবাসে,
কেমনে র'ব এ বাসে,
কে তুষিবে, বসি' পাশে,
মধুর-ভাষায়।

রমা-বাণী বিনায়কে,
ল'য়ে কুমার কার্ত্তিকে,
যা'বে গো গিরিবালিকে,
প্রাণে নাহি সয়।

(৩৮)

কেউ দেখেছ উমায়,
কত দূর আসিছে গৌরী
বল গো আমায়।

তারার শুভাগমন,
কর্ণে কে বলিছে যেন,
এলো ব'লে উমা ধন
চমকে হৃদয়।

অভয়ার আসা-পথ,
চেয়ে ওই তারানাথ,
কুতূহলে তারা-সাথ
নীল-নভে ধায়।

হেরিতে উমা রতনে,
কুমুদিনী হর্ষ মনে'
হাসি' হাসি'পথ-পানে
আঁখি মেলে চায়।

খদ্যোত জ্বালিয়া আলো,
মায়ে আগুলিতে গেল
পুরবাসী সবে চল
আনিতে তাহায়।

(৩৫)

ওমা ! উঠ উঠ গিরিরাণি !
করোনা রোদন মুছগো নয়ন
এলো মা তোর ত্রিনয়নী।

যাঁ'র তরে মাগো ছিলি পথ চেয়ে,
ভুবন আলো করি' এলো উমা মেয়ে,
জগৎ জুড়ে যায় আনন্দ-স্রোত ব'য়ে,
চারি দিকে জয়-ধ্বনি।

সিংহ পৃষ্ঠে গৌরী কোলে গণপতি,
সঙ্গে ষড়ানন-লক্ষ্মী-সরস্বতী,
আসিল বিজয়া-জয়া গুণবতী
হের মা শৈল গৃহিণি !

মাঙ্গলিক দ্রব্যে ভরি' স্বর্ণডালা,
আগুলিয়া পথ যাও বিল্ব-তলা,
আরাধিয়ে গৃহে আন গো মঙ্গলা
বলগো মঙ্গল বাণী।

(৩৬)

উমা ! তুমি মা কেমন মেয়ে ?
কেন কোন্ ছলে, শ্রীফলের মূলে,
ব'সে আছ ভুলি' মায়ে ?

কতদিন পরে তারা,
এলি যদি দুখ-হরা,
আসিবি ভবনে, মা বলি' বদনে,
জুড়া'বি মায়ের হিয়ে।

এসো মা ব'সো গো কোলে,
সুধামাখা বাণী, মা বল মা শুনি,
দুখজ্বালা যাই ভুলে ;—

তাপিত-জীবন জুড়া' মা এখন
সংবৎসর আছি চেয়ে।

(৩৭)

এসেছিস্ মা হিমবাসে

ওগো হিরণ্য বরণি !

ওমা ! কি দিয়ে তুষিব তোমায়

বল্ গো তারা ত্রিনয়নি !

ওমা ! শুন্‌তে পাইমা লোকের মুখে,

চিরকাল কাটাস্ গো দুখে,

দেখিলাম আজ আপন চক্ষে,

তুই তো গো মা রাজরাণী !

ওমা ! কুবের ভাণ্ডারী গো যার,

অভাব কি মা আছে গো তার,

ঘুচ্‌ল এবার মনের আঁধার

হেরে মা তোরে ;

ওমা ! দুখিনীর কি আছে সম্বল্,

তোমায় আজি দিবে গো বল্,

আছে কেবল এই আঁখি জল

ওগো ! আশুতোষ বিলাসিনি !

বিজয়া-সঙ্গীত

(৩৮)

যেওনা করুণাময়ি !
অয়ি নবমী যামিনি !
অচলা হইয়ে থাক
ধরি মা চরণ দু'খানি ।

দশমীর দিবা-পতি,
উদিলে গো দয়াবতি,
আসিবেন পশুপতি,
নিতে উমা চন্দ্রাননী ।

উমা গেলে পতি-বাসে,
কেমনে র'ব এ বাসে,
জীবন যা'বে হতাশে
ওগো জননি !

মিনতি রাখ ত্রিযামা,
যেওনা যেওনা গো মা,
দুখিনীর মুখ তুলে চা' মা,
সুখ-শান্তি বিধায়িনি ?

(৩৯)

বিভাবরী পোহা'ল গো হায় !
আসিবে শঙ্কর এখনি
লইতে আমার উমায়।

উষার নিরাশ-বাতাস-ভরে,
শিথিল-বকুল পড়্ছে ঝরে,
কুসুমের ওই বুকের 'পরে
আকুল অলি লুটায়।

কুসুমিত তরুরাজি,
শিশির-আসারে ভিজি',
কাঁদিছে কাতরে আজি
বুকে লয়ে লতিকায়।

নিশি অবসান হেরে
সদা দু'টি আঁখি ঝরে
উমা-শশী ক্ষণ পরে
ছেড়ে যা'বে গো সবায়।

(৪০)

উমা !

কেন মা নয়নে বারি !

বদন নলিন, কেন মা মলিন,

বলগো প্রাণের গৌরী ।

কি দুখে কাঁদিছ উমা,

কোথা তব সে সুষমা,

রাজরাণী বেশে ছিলি মা হরষে

গিরিপুর আলো করি'

লইতে এসেছে হর,

যাইতে কৈলাসে, মহেশ-নিবাসে,

তাই কি মা দুখকর ;—

হেরে ও বদন আকুল জীবন

ধৈর্য্য ধরিতে নারি ।

(৪১)

উমা আমার কেঁদোনা গো আর,
যাও মা মহেশ-বাসে
আনিব আবার।

তিন দিন এসেছ তারা,
ওগো শিবের নয়ন-তারা ;
তো' বিনে মা পাগল-পারা,
হর সারাৎসার।

না দেখে কার্ত্তিক-গণেশে,
ভোলানাথ ভাবিছে ব'সে
দাঁড়িয়ে আছে নন্দি এসে
নিতে মা তোমার।

"নারা'ণ কয় মা মহামায়া,
মিছে কেন বাড়াও মায়া,
কৈলাসে যাও হরজায়া,
এসো পুনর্ব্বার।"

(৪২)

কৈলাসে চলিলি গো তারা !
মা'র কথা মা রাখিস্ মনে
ভুলিস্‌নে ভব-দারা।

আজি যে তিন দিন হ'লো,
ভুধর-ভবন ছিল আলো,
বিষাদ-আঁধার ঘিরে এলো
নীরব নিখিল-ধরা।

মলিন তোর মুখ কমল,
হেরে শুকায় স্থল-[illegible]মল,
গাহেনা গীত বিহঙ্গ-দল,
ঢালি [illegible] সুধার ধারা।

নাচে না সুখে শিখিকুল,
মঞ্জু-কুঞ্জে ফুটে না ফুল,
গুঞ্জেনা বিষাদে আকুল,
অলিকুল আপন হারা।